www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

শীঘ্রই উদ্বোধন হচ্ছে বাওয়ালী মডেল যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দফতরের উদ্যোগ
স্থান : বাওয়ালী শখের বাজার, নোদাখালী দক্ষিণ ২৪ পরগনা
: যোগাযোগ :
৯৮৩১৬৫৪৩১৬
৯৬৭৪২৬৭৪২৩

# আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫
ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

শীঘ্রই উদ্বোধন হচ্ছে বাওয়ালী মডেল যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দফতরের উদ্যোগ
স্থান : বাওয়ালী শখের বাজার, নোদাখালী দক্ষিণ ২৪ পরগনা
: যোগাযোগ :
৯৮৩১৬৫৪৩১৬
৯৬৭৪২৬৭৪২৩

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ২৭ চৈত্র – ৩ বৈশাখ, ১৪২২ ঃ ১১ এপ্রিল – ১৭ এপ্রিল, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.25, 11 April - 17 April, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

## রাজনৈতিক ডামাডোলে বাড়বাড়ন্ত অনুপ্রবেশ

**কুনাল মালিক**

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করলেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এবং গরু পাচারে এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আংড়াইল সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন। এই পথে আগে ব্যাপকভাবে গরু বাংলাদেশে পাচার হত। হালফিলে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ও রানিবাঁধ এলাকা এখন গরু পাচারের বড় করিডর হয়ে উঠেছে। গত জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে এখানে ৪৫৯০টি গরু পাচার হয়েছে। গত অক্টোবর মাসে খাগড়াগড় কান্ডের পর এন আইএ তৎপর হতে সীমান্ত এলাকায় বি এস এফেরও নজরদারি বেড়েছিল। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর গোটা রাজ্যে পুরভোটের বাজনা বেজে উঠতেই রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝে সীমান্ত এলাকায় নজরদারিতে শৈথিল্য এসেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী গত বছর জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে এরাজ্যে অনুপ্রবেশ অনেকটাই কমেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা আবার বেড়ে গিয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর বাংলাদেশ থেকে অনেকে রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে আসছে। ৯০ দিনের ভিসা নিয়ে আসছে তারা। কিন্তু ৮০ দিনের মাথায় বাংলাদেশ ফিরে গিয়ে আবার এদেশে চলে আসছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘুটিয়ারি শরিফে এমনই একজন বাংলাদেশি অটো চালককে পাওয়া গিয়েছে। দেশীয় ওই সূত্র জানাচ্ছেন, মুর্শিদাবাদের রাণিনগর, জলঙ্গি, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, গাইঘাটা এলাকা আবার গরু পাচারের বড় করিডর হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার সড়বেড়িয়া কিছু কিছু সীমান্তে বি এস এফের অবৈধ কার্যকলাপও অনুপ্রবেশ এবং গরু পাচারে অক্সিজেন জোগাচ্ছে।

## সিপিএমের ৯০– মডেল অনুকরণে

# ভোট করাবে তৃণমূল, অভিযোগ বিরোধীদের

**পার্থসারথি গুহ**

ভোট বড় বালাই। আর তার জন্য মাঝেমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা যেরকম পথ বেছে নেন তা সাধারণ মানুষের কাছে বড্ড ভীতিকর। কলকাতা পুরভোটে এই ধরনের ধমকানো–চমকানোর ট্র্যাডিশন চলছে চলবে। অন্তত এ বছরের নিরিখে তাতে কোনও বদল যে হচ্ছে তা বোধহয় এখন টের পেয়ে গিয়েছেন মহানগরবাসী। সৌজন্যে অবশ্যই শাসক দল। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে যে কলকাতার রাস্তা দাপানো যায় তার বড় দৃষ্টান্ত ১৯৯০–র পুরসভা নির্বাচন। বস্তুত সেবার কলকাতার যাবতীয় গণমাধ্যমে ভোটদানের চেয়েও শাসক দলের এই দাদাগিরিই মূল খবর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও তৎকালীন শাসক বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের সৌভাগ্য সেইসময় গণমাধ্যম মূলত সংবাদপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই তাদের বিরুদ্ধে গুণ্ডামির বিস্তর অভিযোগ সত্ত্বেও পার পেয়ে গিয়েছিলেন তৎকালীন কমরেডরা। বর্তমান শাসক দল তৃণমূলের সেই ভাগ্য নেই। এবারের পুরভোট যত এগিয়ে আসছে ততই বিরোধীরা সরব হচ্ছেন তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। হয়তো কিছু ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ব্যর্থতা ঢাকতে শাসকের সন্ত্রাসকে ঢাল করতে চাইছে বিজেপি বা সিপিএমের মতো বিরোধী দলগুলি। তা বলে তৃণমূল ধোঁয়া তুলসিপাতা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ঘাসফুল কর্মীরা সিপিএমকেও টেক্কা দিচ্ছেন ভোট মস্তানিতে। অবাক লাগে ভাবতে আজকের মুখ্যমন্ত্রী যিনি দীর্ঘদিন রাজ্যে বাম বিরোধী আন্দোলনের প্রধান মুখ ছিলেন তার দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে ভোট লুঠ করার। অথচ মমতাদেবী নিজে ধারাবাহিকভাবে অভিযোগ করতেন যে সিপিএম বারংবার ভোটে জেতে সায়েন্টিফিক রিগিংয়ের মাধ্যমে। সিপিএম বিদায়ে রাজ্যে প্রায় চারবছর ক্ষমতাসীন তৃণমূল। ইতিহাসের অদ্ভুত বৈপরীত্যে শাসক দলের বিরুদ্ধেও ভোট জালিয়াতির অভিযোগ হানছে বিরোধীরা।

সিপিএমের আমলে তারা যদি বৈজ্ঞানিক রিগিংকে অবলম্বন করে থাকে তবে হালফিলের তৃণমূল দল কোন পথে ভোট লুঠ করতে পারে? এই প্রশ্নটাই হয়তো এখন ঘুরপাক খাচ্ছে অনেক শহরবাসীর মনে। তৃণমূল প্রত্যাশামতো এই অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছে কিংবা বলা চলে পাত্তাই দিচ্ছে না। আবার সিপিএমের অনেক পোড়খাওয়া কমরেড তাদের অনুজদের এই বলে স্বান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'আমাদের দেখানো পথেই তো ওরা সিঁধ কাটছে।'

কলকাতা পুরসভা ভোটের আগে বাকি হাতে গোণা কয়েকটা দিনে নিজেদের যাবতীয় রণকৌশল ঝালিয়ে নিচ্ছেন শাসক দলের কর্মীরা। কিছু ক্ষেত্রে সিপিএমের নব্বইয়ের দশককে ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরিয়ে আনছেন কাস্তে থেকে ঘাসফুলে আমদানি হওয়া কর্মীরা। ভোটের ময়দানে এই নব্য তৃণমূলীদের উৎসাহ সবথেকে বেশি চোখে পড়ছে। বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে তৃণমূল এমনিতেই প্রায় শতাধিক আসন পাবে। কিন্তু দলের অভ্যন্তরে যে বার্তা এসেছে তাতে ১৪৪–এ ১২০ পাওয়ার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূলের এক রসিক নেতার কথায়, 'আমরা প্রথম শ্রেণিতে পাশ তো অনেক আগেই করে বসে আছি। এবার লেটার এবং স্কলারশিপ পেতেই হবে।' বস্তুত তৃণমূলের এই নেতার কথা অনেকে আবার দাবি হিসেবে চিহ্নিত করছেন।

মুশকিলটা হচ্ছে সেখানে। কারণ বাম সূত্রের খবর তাদের পকেট এলাকা বলে চিহ্নিত বেশ কয়েকটি অঞ্চলে এখন থেকেই 'দুষ্টু' ছেলেদের তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কসবা, যাদবপুর, গড়িয়া, বেলেঘাটা, বেহালার মতো একদা বাম দুর্গকে বিরোধী শূন্য করতে ঘাসফুল নাকি নয়া ছক কষেছে।

# ত্রুটিপূর্ণ পুর আইনে ভোট প্রচারে প্রার্থীরা বেপরোয়া

**বরুণ মণ্ডল**

১৯৮০–র সংশোধিত কলকাতা পুর নিগম আইনের ২০২(৪) উপধারানুযায়ী বসত বাড়ির মালিকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত তার বাড়ির কোনও দেওয়ালই কোনও রাজনৈতিক দল ভোটের প্রচারের অভিযোগে বা কোনও সরকারি ভবনের দেওয়ালে ব্যানার বা ফ্লেক্স লাগানোর অভিযোগে পুলিশ মামলা দায়ের করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রমাণের অভাবে বা সাক্ষীর অভাবে কোনও মামলাই ধোপে টেকে না। আর সে কারণেই কোনও রাজনৈতিক দল এই আইন মানার দেওয়াল লিখন বা ফ্লেক্স–হোর্ডিং ইত্যাদি লটকে দেওয়ার বারণও নেই। ফলে দলের কর্মীরা প্রার্থীকে জানিয়ে কী বা না জানিয়ে 'কুছ পরোয়া নেহি' ভাবনায় যতো পারো প্রার্থীর হয়ে প্রচার চালাও জোরদার। পুর ভোটের পূর্বে এই কলকাতা প্রাসাদ নগরীর চিত্রটিই সেকথাই জানান দিচ্ছে।

–অরুণ লোধ

স্বার্থে দেওয়াল লিখতে বা হোর্ডিং লাগাতে পারবে না। ঠিক একই ভাবেই কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি সম্পত্তির ভবনের পাঁচিল বা দেওয়ালে ভোটের দেওয়াল লিখন বা হোর্ডিং ব্যানার লাগানো সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এ আইন কেবল আইনের বইতেই রয়ে গিয়েছে। প্রতিবার লোকসভা ও বিধানসভা কিংবা পুর নিগমের ভোটের সময় বেআইনি দেওয়াল লিখনের অভিযোগে কলকাতা পুলিসের পক্ষ থেকে নিয়ম মেনে বিবিধ রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। আর দু'এক দিনের মধ্যেই অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে যায়। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুর নিগম এলাকায় এই অপরাধে বিচার হয় 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কোর্টে'। উক্ত কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কোর্টে আইনজীবীদের বক্তব্য, ভোটের সময় বেআইনি দেওয়াল লিখনের তাগিদের প্রয়োজন বোধ করেন না। আর এ ঘটনার জন্য শহুরে আইন বিশেষজ্ঞরা বা কলকাতার প্রাক্তন সিটি প্ল্যানাররা নখদন্তহীন কলকাতা পুর নিগম আইনের (১৯৮০) ২০২(৪) সংশোধিত উপধারাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করেছেন।

এদিকে, দেওয়াল লিখন বাংলার ভোট রাজনীতির একটা অঙ্গ। দেওয়াল লিখন, ফ্লেক্স, হোর্ডিং ছাড়া নিজ অস্তিত্ব বোঝানো দুষ্কর। কিন্তু সে অস্তিত্ব বোঝানো বর্তমানে ভোটের সময় কালে শহরে দৃশ্য দূষণের ও পরিবেশ দূষণের একটা 'কাল' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বসত বাড়ির মালিকের বিনা অনুমতিতে ভোটের দেওয়াল লিখন সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। কোনও সরকারি সম্পত্তি ভোটের প্রচারের কাজে ব্যবহারও পুর আইনের চোখে অপরাধযোগ্য। সেজন্য, পুর আইন আছে কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই আইনে কোনও জেল–জরিমানার বিধান নেই। ফল স্বরূপ, কার্যক্ষেত্রে কলকাতার গুটি কয়েক ওয়ার্ড বাদে বাকি সর্বত্র অজস্র পুরসভার কোনও হিসেব নেই, দেওয়াল লিখন চোখে পড়ছে। নিয়মানুযায়ী ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারির পর ভোটের অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের বেশ কিছু নিয়ম–বিধি মেনে চলতে হয়। নিয়ম–বিধি অমান্য করলে প্রার্থী পদ বাতিল করার মতো ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের আছে। কিন্তু কমিশনের নিজস্ব কোনও আইন নেই। এবিষয়ে কমিশনারকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা পুরনিগমের নিজস্ব আইনের ওপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করতে হয়। আর এখানেও আরেক বড়োসড়ো নির্বাচনী গলদ রয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় এক দশক পূর্বে আইন করে বসত বাড়ির মালিকের অনুমতি ব্যতীত তাঁর ঘরের বা তাঁর বাড়ির পাঁচিলে 'ভোটের লিখন' সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

# নেতাজির ওপর নজরদারিতে অভিযুক্ত নেহেরু

**বিশেষ প্রতিবেদন :** সুভাষচন্দ্র বসু–জওহরলাল নেহরু সম্পর্ক নিয়ে ফের বিতর্ক উস্কে দিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার একটি তথ্য। আই বি–র রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার ঠিক পর ১৯৪৮– থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত নেতাজির পরিবারের ওপর নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু।

এই কুড়ি বছরের মধ্যে ষোলো বছরই দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেহরু। একটি ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আইবি–র এই গোপন রিপোর্ট।

কিন্তু কেন এই নজরদারি? পত্রিকায় বলা হয়েছে, নেতাজির মৃত্যুর নিয়ে ধোঁয়াশায় ছিল তৎকালীন সরকার। নেতাজি জীবিত থাকলে তাঁর পরিবারের

সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলে মনে করেছিল নেহরু সরকার। সুভাষচন্দ্র বসুই ছিলেন একমাত্র নেতা যিনি বিরোধীদের সংগঠিত করে উনিশশো সাতান্নর নির্বাচনে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারতেন কংগ্রেসকে।

আলিপুর বার্তার সংযোজন: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি এই সংবাদ বারংবার প্রকাশিত হয়েছে আলিপুর বার্তার নানা প্রতিবেদনে। দেশ বরেণ্য নেতাজির প্রতি যে বঞ্চনা এবং মিথ্যা প্রচার দিনের পর দিন করা হয়েছে তার বিরুদ্ধেও আলিপুর বার্তায় সরব হয়েছেন পত্রিকা সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী। যিনি নিজেও দীর্ঘ দিন ধরে নেতাজি গবেষক হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেছেন। কিছুদিন আগে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পুত্রের পক্ষ থেকেও দাবি করা হয়েছিল নেতাজির মৃত্যুর প্রচার আসলে নাটক। আইবির এই রিপোর্ট কার্যত শিলমোহর দিল যে স্বাধীনতার পরেও বেঁচে ছিলেন তিনি।

# নেই রেল গেট, ঝুঁকির পারাপার অবলম্বন

**সানওয়ার হোসেন**

**দক্ষিণ ২৪ পরগনা :** কুলপি থানার অধীনে করঞ্জলি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাকদ্বীপ রোডের অরুণ কেডিয়া বাস স্টপেজ থেকে কুসুমপুকুরগামী গ্রামের প্রধান রাস্তায় ৩টি গ্রামের মানুষের চলাচলের MLA, MP অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তিগণেরা উপস্থিত হয়ে রেল গেট এবং সিগন্যাল পোস্ট বসানোর কথা বলেন, কিন্তু বিপদ–বিপদই থেকে যায়। একটি স্কুল আছে (কুসুমপুকুর অরুণ বেড়িয়া এফ পি স্কুল) এই স্কুলের প্রায় ৭০% ছাত্রছাত্রীদের রেল লাইন ক্রস করে আসতে হয়। ট্রেন চলাচলের বিঘ্ন ঘটে। সেই সময় রেল দফতরের আধিকারিক এবং স্থানীয় এমএলএ উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়ে সিগন্যাল শীঘ্রই করব এই প্রতিশ্রুতি দেন গ্রামের মানুষদের। কুসুমপুকুর গ্রামের একজন বিশেষ জনপ্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন তিনি এই সমস্যাটি নিয়ে বহু চেষ্টা

খুব অসুবিধা হয়। শিয়ালদহ–নামখানা রেল লাইনে রেল গেট না থাকার জন্য। প্রতিনিয়ত গ্রামের মানুষদের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। বেশ কয়েকবার বড় সড় দুর্ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। তা ছাড়া গরু–ছাগল তো প্রায় সময় রেলে কাটা পড়ছেই। গ্রামের মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল পায়নি। কয়েকটা দুর্ঘটনায় এদের অভিভাবকরা বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে গিয়েও নিজেদের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলেন, তিনি সর্বশিক্ষা মিশনকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন বহুদিন আগে। বছর খানে আগে নাকি নামখানাগামী ট্রেন একটি ইঞ্জিনভ্যানকে ধাক্কা মারে। ওই ভ্যানের লোহার কোনও এক অংশ ট্রেনের চাকার মধ্যে ঢুকে যাওয়াতে করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে আমাদের আলিপুর বার্তার প্রতিনিধির কাছে খুবই দুঃখ প্রকাশ করেন। এখানকার প্রায় মানুষকে রেল লাইন পার হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে যেতে হয়। বেশির ভাগ খেটে খাওয়া মানুষের বাস। গ্রামের মানুষ বলেন যদি রেল গেট এবং সিগন্যাল পোস্ট থাকে তাহলে আমরা একটু নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারি।

# স্বামীর অসম্পূর্ণ লড়াইকে সম্পূর্ণ করার সঙ্কল্পে লড়ে যাচ্ছেন বৃদ্ধা স্ত্রী

**কল্যাণ রায়চৌধুরী**

**উত্তর ২৪ পরগনা :** এক সরকার যায়, আরেক সরকার আসে। এই নিয়মটা 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে'। কিন্তু অসহায় মানুষের দুর্ভোগ থেকে যায় কিন্তু সেই 'তিমিরেই'। বিরোধী আসনে থাকাকালীন যারা সাধারণ মানুষের দিকে পরম বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন, ক্ষমতায় এলে তারাই ভুলে যান বন্দুত্বের সব রকম প্রতিশ্রুতি। ফলে 'লঙ্কায় যে যায়, সেই রাবণ হয়', চিরাচরিত এই প্রবাদ বাক্যটিই ঘুরে ফিরে সত্যি হয়ে আসে। এরই এক জ্বলন্ত নজির উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অশোক নগরের এক স্কুল শিক্ষক। প্রায় ৩০ বছর ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য লড়াই চালিয়ে অবশেষে পৃথিবী থেকেই বিদায় নিলেন, অশোক নগর হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অচ্যুতানন্দ বিশ্বাস। গত ২০১৪–র ২২ এপ্রিল মৃত্যুকালে তার বয়েস হয়েছিল ৭৪ বছর। তার সেই লড়াই আজও জারি রেখেছেন, তার স্ত্রী মুক্তা বিশ্বাস। যিনি ৬৬ বছর বয়সেও প্রয়াত স্বামীর ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির ছিকে ছেঁড়ার অপেক্ষায় রয়েছেন চাতক প্রত্যাশা নিয়ে।

প্রসঙ্গত প্রয়াত অচ্যুতানন্দবাবুর এই লড়াইটা শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। মুক্তাদেবীর অভিযোগ অনুযায়ী অচ্যুতানন্দবাবু অবসর নিয়েছিলেন, ১৯৯৯ সালের ৩ জুলাই। তিনি প্রয়াত হয়েছেন ২০১৪–র ২২ এপ্রিল। কিন্তু মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কোনও অবসরকালীন ভাতা পাননি। এমনকি পাননি অবসরকালীন সুযোগ সুবিধাও। এছাড়া তার পাওনা বেতনের একটা বিশাল অংশ যা (রোপা–৯৮ অনুযায়ী) প্রাপ্য তাও পাননি। তার অভিযোগ, ১৯৮৩ সালের ২১ মার্চ তৎকালীন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দীনেশ চন্দ্র দত্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তার স্বামীকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। এমনকি সেই বরখাস্তকালীন ভাতাও দেওয়া হয়নি অচ্যুতানন্দবাবুকে। এক সাক্ষাৎকারে মুক্তাদেবী প্রতিবেদককে বলেন, 'তিনি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন করেন। রিট পিটিশন নম্বর–সিও১৩৩৫৮ (ডব্লিউ) অফ ১৯৮৩। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও বিগত ১৫ বছর তিনি এই লড়াই চালিয়ে যান। ১৯৯৮ এর ৩ মার্চ মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি ডি কে বাসু তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে তাকে প্রধান শিক্ষক পদে পুনর্বহাল করা সহ সমস্ত বকেয়া বেতন বার্ষিক ১২ শতাংশ চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ সমেত মিটিয়ে দেবার জন্য তৎকালীন সরকার ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। মহামান্য হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে তৎকালীন স্কুল সম্পাদক অনন্তকুমার দাস আমার স্বামীকে বিদ্যালয়ে যোগদানে বাধা প্রদান করেন।' মুক্তাদেবী আরও বলেন, 'এরপর স্কুল কর্তৃপক্ষ মাননীয় বিচারপতি ডি কে বাসুর আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেন। যার কেস নম্বর, ম্যাট নং ৭৫৭ অফ ১৯৯৮। কিন্তু ১৩/৪/১৯৯৮ তে ডিভিশন বেঞ্চের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদন খারিজ করে বিচারপতি ডিকে বাসুর আদেশকেই বহাল রাখেন। এসত্ত্বেও তৎকালীন বামপন্থী রাজনৈতিক ক্ষমতায় বলীয়ান অনন্তবাবু ও তার সঙ্গীসাথীরা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। যার কেস নং ১৫২৬৯/১৯৯৮। সুপ্রিম কোর্টও ৪/২/২০০এ হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখেন। এছাড়া যেহেতু তিনি ১৯৯৯–এর জুলাই মাসে অবসর গ্রহণ করেছেন, সেহেতু তাঁকে অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা সহ সামগ্রিক ভাতার হিসেব কষে তার প্রাপ্য দিতে নির্দেশ দেন। এবং যতদিন প্রকৃত অবসর ভাতা চালু না হয়, ততদিন প্রভিশনাল অবসর ভাতা দিয়ে যেতে বলেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশও উপেক্ষা করলে বাধ্য হয়ে আমার

স্বামী হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন। যার কেস নং–সি আর ১৫২১৩ (ডব্লিউ) অফ ১৯৯৯। তৎকালীন বিচারপতি এম এইচ এস আনসারি ৩০/৮/২০০১–এ হাইকোর্টের রায়কেই কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উত্তর চব্বিশ পরগনার ডি আই ২৭/৯/২০০১–এ পুরনো স্কেলে বকেয়া বেতন দেন। যদিও সে সময় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রোপা–৯৮ অনুসারে বেতন বিল জমা করেছিলেন, তবু তা কার্যকর হয়না। অগত্যা ২০০৪ সালে তিনি আবার আদালতের দ্বারস্থ হন। যার কেস নং–ডব্লিউ পি নং ১২৮৪৯ (ডব্লিউ) অফ ২০০৪। কিন্তু চূড়ান্ত শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি আদালতে কার্যকর কিছু করতে উঠতে পারেননি। তারপর থেকে তিনি তার মৃত্যুদিন পর্যন্ত কোনওরকম অবসরকালীন ভাতা বা রোপা–৯৮ অনুযায়ী বকেয়া বেতন কিছুই পাননি। এজন্য মৃত্যুকাল পর্যন্ত অত্যন্ত মানসিক ও আর্থিক কষ্টে জীবন যাপন করেছেন।' তবু মুক্তাদেবী থেমে যাননি। এই বৃদ্ধা বয়েসেও তার স্বামীর অসম্পূর্ণ লড়াইকে সম্পূর্ণ করার সঙ্কল্প নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন। ভেবেছিলেন সরকারের পরিবর্তন হলে হয়তো পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু আজও অবস্থা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

প্রয়াত প্রধান শিক্ষক অচ্যুতানন্দ বিশ্বাস অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার যে ওয়ার্ডে বাস করেন, সেই ১১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা অশোকনগর হাই স্কুলের সভাপতি অনুপ রায়। এ ব্যাপারে তিনি জানান, প্রয়াত অচ্যুতানন্দবাবু তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তার ও তার পরিবারের এহেন দুর্ভোগে তিনিও দুঃখিত। তবে বিষয়টা পুরোপুরি আইনি। এই সমস্যার সমাধান হলে তিনি যারপরনাই খুশি হবেন বলে উল্লেখ করেন। অশোকনগরের বিধায়ক ধীমান রায় জানান, বিষয়টা তাঁর নজরে এসেছে।

## শেয়ার বাজারের হাতেগরম সমাচার

# দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান

**শুদ্ধাশিস গুহ**

বাজারের ধর্ম পালন করবে বাজার নিজেই। লগ্নিকারীরা তা নিয়ে যতটাই আন্দোলিত হন না কেন, সে নিজের প্রকৃতি এবং অস্তিত্ব বজায় রেখে এগিয়ে যাবে। এটা শুধু এ দেশের ক্ষেত্রে নয়, গোটা বিশ্বের শেয়ার বাজারের জন্য প্রযোজ্য। কোন ঘটনায় বাজারে হিল্লোল উঠবে, আর কোন ঘটনায় বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা বলা সম্ভব নয় কোনও শেয়ার বিশেষজ্ঞের পক্ষে। যদিও সুযোগ ছাড়েন না তাঁরা কোনওভাবেই। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা কাজ করে হামবড়া মনোভাব। যার প্রেক্ষিতে নিজেদের মন্তব্য জাহির করার সুযোগ ছাড়তে চান না বিশেষজ্ঞরা। তবে এও ঠিক কেউই অযাচিতভাবে লগ্নিকারীদের বিনিয়োগ করতে চাইবেন না। তা হলেও যেহেতু শেয়ার বাজারে বহু মানুষের ভাগ্য জড়িত থাকে তাই সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে একটা বাজে মন্তব্য হঠাৎ করেই প্রেক্ষাপট পালটে দিতে পারে। মানে খারাপ প্রভাব পড়ে যেতেই পারে। অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের এদিকে নজর থাকে না তা নয়। বরং অনেক সময় তাঁরা আগ বাড়িয়ে জানিয়ে দেন এই ধরনের উক্তি বা বক্তব্য তাদের কোনও অভিপ্রায় নিয়ে করা নয়। এই প্রসঙ্গে নিজেদের অভিব্যক্তিও তারা তুলে ধরেন বিবিধ গণমাধ্যম এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। তাও নিরপেক্ষতা শব্দটা বড্ড ক্লেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে। সেই যখন পুরাতন জমানায় ভারতের শেয়ার বাজারে ডিজিট্যাল ব্যবস্থা বা কম্পিউটারাইজড সিসটেম তখন স্বপ্নের মতো। তৎকালীন নিয়মানুযায়ী ফিজিক্যাল শেয়ারের কাজ হত কাগজের নোটের মাধ্যমে। প্রধানত পারস্পরিক বিশ্বাসই ছিল তখনকার শেয়ার বাজারের মূলধন। সেইসময় যে সব কিছু সঠিক ছিল তা নয়। প্রচুর মানুষ ভুলভাল ব্রোকারের পাল্লায় পড়ে নিজেদের পুঁজিপাটা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এমন নজির আছে যেমন তেমনই আবার ভালো ব্রোকারের পরিষেবাগুণে সমৃদ্ধ হওয়ার ঘটনাও রয়েছে। আসল কথা হল অতি অবশ্যই সেই শিক্ষার বাতাবরণ এবং পরিষেবা দেওয়ার মতো মানুষের কাছে পৌঁছানো। এই ব্যাপারে অনেকে বলে থাকেন ভাগ্যের কথা। যদিও অভিজ্ঞতা সে কথা প্রকট করে না। অনেক সময় এমন দেখা গিয়েছে ভালো পড়াশুনা এবং সঠিক ব্রোকার হাউজের যুগলবন্দিতে বিনিয়োগকারী লাভবান হন। এটা ঠিক যে প্রতিদিন যারা বাজারে কেনাবেচা করতে অভ্যস্ত বা ফাটকা করতে চান তাদের একটা পরিসীমা মেনে কাজ করা বিশেষ দরকার।

তা হলেই লাভের মুখ দেখা সম্ভব। নিয়মানুযায়ী যারা রেগুলার ট্রেডিংয়ে যেতে চান তাদের উচিত দিনে দিনে ২ শতাংশ লাভ পেলে তা বুক করে নেওয়া। কারণ শেয়ার বাজারের বড় ধর্ম হল চূড়ান্ত অস্থিরতা। এখানে পদে পদে বিরাজ করছে বিপদ। তার মধ্যে থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাটাই বিশাল ব্যাপার। এহেন অবস্থায় লাভ যে সবসময় আপনার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকবে তা নয়। এক ধরনের মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে উপস্থিত হয় যখন শেয়ারের দাম তরতরিয়ে বাড়তে থাকে। এমন অনেক সময় হয় যে আপনি বা আপনারা শেয়ার বিক্রি করার পর তার দাম হুহু করে বাড়তে শুরু করল। আবার একভাবে শেয়ার কেনার পর তার দাম পড়ে যাওয়ার উদাহরণ তো ভুরিভুরি। ট্রেডারা এক্ষেত্রে দোষারোপ করেন তাদের ভাগ্যকে। কিন্তু সবার আগে ভাবা দরকার ভাগ্যলক্ষ্মীর থেকেও বড় চালিকাশক্তি হল স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশল নির্ধারণ। যার জন্য নিজেদের পড়াশুনা, টেকনিক্যালস জানা, কোম্পানি ফান্ডামেন্টাল বোঝা ইত্যাদি অনেকগুলি উপাদানের একত্রীকরণ বিশেষ প্রয়োজন। তবেই গিয়ে দুয়ে দুই হবে। নচেৎ মিলবে লবডঙ্কা। এবার দেখা গেল কোনও শেয়ার আপনি যখন কিনলেন তার পরে পরেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেটি পাঁচ শতাংশের মতো বেড়ে গেল। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের মধ্যে লোভের পরিমাণ বেড়ে যায়। তাও পরামর্শ একটা ভালো অর্থ তখন পকেটে ঢুকছে তখন তা নিয়ে নেওয়া উচিত। হয়তো বিক্রির পর সংশ্লিষ্ট শেয়ারটি বিশাল একটা উচ্চতায় চলে যেতে পারে, ২০ শতাংশ বেড়ে বাইং ফ্রিজ হলেও হতে পারে। তাও আপশোষ করা একদম উচিত নয়। কারণ শেয়ার বাজার আর অনুতাপ বা আপশোষ কথা একদম ভিন্ন মেরুর। এখানে প্রতিনিয়ত, দৈনিকভাবেই সুযোগ আসে। যাকে বলে একেবারে মোক্ষম সুযোগ বা সুর্বণ মওকা। এর সদ্ব্যবহার করতে হয় যথার্থভাবে। না হলে হাত কামড়ানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। অনেক বিশেষজ্ঞ আবার শেয়ার বাজারের সংজ্ঞা তুলে ধরতে দার্শনিকতার সাহায্য নিয়ে থাকেন। তাঁদের কথানুযায়ী শেয়ার বাজার হল অনেকটা সমুদ্রের মতো। এ যদি আপনার কিছু ( এক্ষেত্রে টাকা) নিয়ে থাকে তবে তার দ্বিগুণ ফেরৎও দেয়। এটাই বাজারের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এই কথাগুলি প্রযোজ্য যারা নিয়মিত ট্রেড করেন তাদের ব্যাপারেই। কারণ এদের মধ্যে হতাশ হওয়ার প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। সাফল্যে উল্লাসিত হওয়ার পরেই দেখা যায় হাতের মাল বেচে দেওয়ার পর তার দাম বেড়ে যাওয়ায় বিষাদের ছায়া।

অর্থনীতি

যে কোনও শেয়ার বাজারেই আবার দেখা যায় যারা দীর্ঘমেয়াদে বিশ্বাসী তারাই অধিক সফল। এই তো সেদিন ট্রেডিং পিরিয়ডের পরে কথা হচ্ছিল এক পরিচিত ব্রোকারের সঙ্গে। তিনি জানালেন তাঁর কিছু অভিজ্ঞতার কথা, যা তিনি অর্জন করেছেন দীর্ঘদিনের লগ্নি বাজারে কাটানো সময়ের মধ্যে দিয়ে। ওনার এক বন্ধু খুব কম বয়স থেকেই হাতের পয়সা বাঁচিয়ে একটু একটু করে শেয়ার কিনতেন। সেই নব্বইয়ের দশক থেকে তার এই প্রবণতা দেখা দেয়। সেই ভদ্রলোক তখন কলেজ জীবনে। কিনবেন তো কিনুন প্রথম থেকেই তিনি কিনতে থাকেন ইনফোসিসের শেয়ার। যার বাজার মূল পরবর্তী ২০–২৫ বছরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় আনুমানিক ৬৫ লক্ষ টাকায়। ব্রোকার ভদ্রলোকের বক্তব্যানুযায়ী এই ইনফোসিস জীবনের মান পালটে দেয় সেই কলেজ পড়ুয়া বন্ধুর। এবার দেখে নেওয়া যাক কিভাবে শেয়ারের দাম এতটা ওপরে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। আসল কথা হল ইনফোসিসের মতো শেয়ার এমন হাতে গরমে জিনিস যা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেতেই পারে। শেয়ারের দাম বাড়া শুধু নয়। এর সঙ্গে নিয়ম করে পেতে থাকা বোনাস শেয়ার, ইত্যাদি মিলে কলেবরে এত বড় আর্থিক পরিমাণে দাঁড়ায় সামান্য কটি ইনফোসিস। যারা লং টার্মে বিশ্বাস করেন তাদের উচিত এই উদাহরণ মাথায় নিয়ে ভালো কোম্পানিতে দীর্ঘদিন যাবৎ নিবেশিত থাকা।

## সাপ্তাহিক রাশিফল

### নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**১১ এপ্রির্ল – ১৭ এপ্রির্ল, ২০১৫**

**মেষ :** মান সম্মান বজায় রেখে চলতে পারবেন। সফলতার যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। আত্মীয়–স্বজনদের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করবেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ।

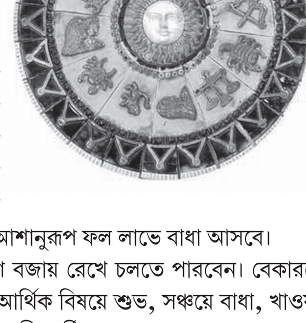

**বৃষ :** যোগাযোগমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। কর্মস্থলে গোলযোগ পূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। মাথা গরম করলে আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন না। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে।

**মিথুন :** ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভবান হবেন, কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে। সতর্ক থাকতে হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা উচিত। শিক্ষায়, আশানুরূপ ফল লাভে বাধা আসবে।

**কর্কট :** কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় রেখে চলতে পারবেন। বেকারদের চাকুরী লাভের সুযোগ আসবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ, সঞ্চয়ে বাধা, খাওয়া–দাওয়ায় সাবধান থাকতে হবে। পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শুভফল আশা করা যায়।

**সিংহ :** মনের উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। যাঁরা প্রোমোটারের ব্যবসায় নিযুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

**কন্যা :** আত্মীয় স্বজনরা আপনার সঙ্গে বিরোধিতা করবে না। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আপনি সতর্কে চললে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

**তুলা :** কর্মস্থলে দায়িত্ব বেড়ে যাবে। অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতে চলুন। লেখাপড়ায় মোটামুটি ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। রক্তপাতের যোগ রয়েছে।

**বৃশ্চিক :** আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায় লাভবান হবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা আপনার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন।

**ধনু :** হজম শক্তির দুর্বলতা হেতু শরীর খারাপ হয়ে যাবে। বন্ধুরা শত্রুতা করার চেষ্টা করবে। মাতার স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। নূতন কোনও ব্যবসা এখন না করাই ভালো।

**মকর :** বেকারত্বের অবসান হবে। অর্থনৈতিক উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটতে পারে। কর্মস্থলে আপনি সম্মান বজায় রেখে চলতে সমর্থ হবেন। উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততির ক্ষেত্রে শুভ।

**কুম্ভ :** পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা আসবে। শিল্পীদের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। শিক্ষায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। শত্রুতৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সতর্কে থাকবেন।

**মীন :** গৃহ–ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফল পাবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ পাবেন। শরীরের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

# কেন্দ্রীয় ৬ পুলিশ সংস্থায় ২,৯০২ সাব–ইন্সপেক্টর নেওয়া হচ্ছে

গ্র্যাজুয়েট ছেলে মেয়েদের জন্য

কাজের খবর

সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সে (সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সশস্ত্র সীমা বল) 'সাবইন্সপেক্টর' ও সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে 'অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর' আর দিল্লি পুলিশের সাব–ইন্সপেক্টর (এক্সিকিউটিভ) পদে ২,৯০২ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে।

যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১–১–২০১৫'র হিসাবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, বিধবা, বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ৩৫ (তপশিলী হলে ৪০, ওবিসি হলে ৩৮) বছর পর্যন্ত আর প্রাক্তন সমরকর্মী ও বিভাগীয় প্রার্থীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। প্রতিবন্ধীরা আবেদনের যোগ্য নন। এসসিসি'র 'B' বা 'C' সার্টিফিকেট থাকলে কিংবা খেলাধূলায় অসাধারণ কৃতিত্ব তাকলে ভালো হয়। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৭০ (গোর্খা, সিকিমী বা উত্তর–পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির পার্বত্য এলাকার ছেলেরা ১৬৫, তপশিলী উপজাতি হলে ১৬২.৫) সেমি আর বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ (তপশিলী উপজাতি হলে ৭৭) সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ (তপশিলী উপজাতি হলে ৮২) সেমি।

মেয়েদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ (গোর্খা, সিকিমী ও পার্বত্য এলাকার মেয়েরা ১৫৫, তপশিলী উপজাতি হলে ১৫৪) সেমি। সব ক্ষেত্রেই ওজন থাকতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া দূরের বেলায় এক চোখে ৬/৬ ও অন্য চোখে ৬/৯। ভাঙা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা দৃষ্টি, বর্ণান্ধতা কিংবা শারীরিক বা, মানসিক ত্রুটি থাকলে আবেদনের যোগ্য নন। মূল মাইনে : সাব–ইন্সপেক্টর পদে ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা । আর অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর পদে মূল মাইনে : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা।

**শূন্যপদ: সাব–ইন্সপেক্টর পদে :** (১) সেন্ট্রাল ইন্ড্রস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে। শূন্যপদ : ৫৩৬টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৪৮২টি (জেনাঃ ২৪৪, ওবিসি ১৩০, তঃজাঃ ৭২, তঃউঃজাঃ ৩৬)। আর মেয়েদের জন্য ৫৪টি (জেনাঃ ২৯, ওবিসি ১৪, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৩)। **(২) সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে শূন্যপদ:** ২২১টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য শূন্যপদ : ২০৫টি (জেনাঃ ১০৪, ওবিসি ৫৫, তঃজাঃ ৩১, তঃউঃজাঃ ১৫)। মেয়েদের জন্য শূন্যপদ : ১৬টি (জেনাঃ ৯, ওবিসি ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। **(৩) বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে শূন্যপদ :** ৬০৭টি। এর মধ্যে ছেলেদের শূন্যপদ ৫৭৭ (জেনাঃ ২৯০, ওবিসি ১৫৬, তঃজাঃ ৮৭, তঃউঃজাঃ ৪৪)। আর মেয়েদের শূন্যপদ ৩০ (জেনাঃ ১৫, ওবিসি ৮, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। **(৪) ইন্দো–তিব্বত সীমান্ত পুলিশে। ছেলেদের শূন্যপদ :** ২৮৯টি। এর মধ্যে ছেলেদের শূন্যপদ ২৬৬ (জেনাঃ ১১১, ওবিসি ৮৮, তঃজাঃ ৫৩, তঃউঃজাঃ ১৪)। এর মধ্যে মেয়েদের শূন্যপদ ২৩ (জেনাঃ ৯, ওবিসি ৮, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১)। **(৫) সশস্ত্র সীমা বলে শূন্যপদ :** ৫৩টি। এর মধ্যে ছেলেদের শূন্যপদ ৩৫ (জেনাঃ ১৯, ওবিসি ৯, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। এর মধ্যে মেয়েদের শূন্যপদ ১৮ (জেনাঃ ১০, ওবিসি ৪, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)।

**শূন্যপদ : অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর পদে:** সিআইএসএফ'এ শূন্যপদ ১১০১টি। এর মধ্যে ছেলেদের শূন্যপদ ৯৯১টি (জেনাঃ ৫০২, ওবিসি ২৬৭, তঃজাঃ ১৪৮, তঃউঃজাঃ ৭৪)। আর মহিলাদের শূন্যপদ ১১০টি (জেনাঃ ৫৭, ওবিসি ২৯, তঃজাঃ ১৬, তঃউঃজাঃ ৮)।

**শূন্যপদ : সাব–ইন্সপেক্টর (এক্সিকিউটিভ) পদে :** দিল্লি পুলিশে ছেলেদের শূন্যপদ ৯৫টি। এর মধ্যে জেনাঃ ৪২, ওবিসি ৩৫, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ১, প্রাঃসঃকঃ ১১)।

প্রার্থী বাছাড় করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। 'Recruitment of Sub-Inspectors in Delhi Police, CAPF's and Assistant Sub-Inspector in CISF, Examination 2015' পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে অনলাইন পরীক্ষা হবে ২১ জুন। পূর্ব–ভারতে এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা (কোড ৪৪১০), মেদিনীপুর (৪৪১৩), পোর্ট ব্লেয়ার (৪৮০২), জলপাইগুড়ি (৪৪০৮), চুঁচুড়া (৪৪০৫), শিলিগুড়ি(৪৪১৫),বহরমপুর(৪৪০৩),মালদা (৪৪১২), বর্ধমান (৪৪০৪), কেওনজিহরগড় (৪৬০৫), সম্বলপুর (৪৬০৯), দিসপুর (গুয়াহাটি) (৫১০৫), শিলচর (৫১১১), আগরতলা (৫৬০১), শিলঙ (৫৪০১), ইম্ফল (৫৫০১), আইজল (৫৭০১), ইটানগর (৫০০১), ডিব্রুগড় (৫১০২), কোহিমা (৫৩০২), পাটনা (৩২০৬) ও রাঁচি (৪২০৫)।

মোট ৪০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই দুটি পত্র। প্রথম পত্রে ২ ঘন্টার ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের এইসব বিষয় : (ক) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিংয়ের ৫০টি প্রশ্ন, (খ) জেনারেল নলেজ ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের ৫০টি প্রশ্ন (গ) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউডের ৫০টি প্রশ্ন (ঘ) ইংলিশ কম্প্রিহেশন ৫০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। দ্বিতীয় পত্রে ২ ঘন্টার ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় ২০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ও কম্প্রিহেনশন বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্যে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। পরীক্ষার ২ সপ্তাহ আগে 'অ্যাডমিশন সার্টিফিকেট' পাঠানো হবে। প্রার্থী উত্তরপত্রে রোল নম্বর, সই ও টেস্ট ফর্ম নম্বর না লিখলে ওই উত্তরপত্র দেখা হবে না।

লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের শরীরের মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার 'কল লেটার' পাঠানো হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ছেলেদের বেলায় থাকবে (১) ১৬ সেকেন্ড ১০০ মিটার দৌড়, (২) ৬৫ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়। (৩) ৩ সুযোগে ৩.৬৫ মিটার লঙ জাম্প, (৪) ৩ সুযোগে ১.২ মিটার হাই জাম্প, (৫) ৩ সুযোগে ১৬ পাউন্ড ওজন নিয়ে ৪.৫ মিটার শট–পার্ট। মহিলাদের বেলায় এই পরীক্ষায় থাকবে : (১) ১৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, (২) ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়, (৩) ৩ সুযোগে ৯ ফুট লঙ জাম্প, (৪) ৩ সুযোগে ৩ ফুট হাই জাম্প। এই পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার দ্বিতীয় পত্রের উত্তরপত্র দেখা হবে। যাঁরা কোয়ালিফাইন নম্বর পাবেন, তাঁদের এরপর ১০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট (ইন্টারভিউ)। সবশেষে ডাক্তারি পরীক্ষা। সফল প্রার্থীদের এরপর ট্রেনিং শুরু হবে। এই ট্রেনিংয়ে এই ৭টি বাধা টপকাতে হবে। (১) খাড়া বোর্ডের ওপর দিয়ে লাফ, (২) বোর্ড থেকে লাফিয়ে দড়ি ধরা, (৩) টার্জনের মতো দড়ি ধরে দোল খাওয়া, (৪) অনুভূমিক তক্তার ওপর দিয়ে লাফ, (৫) সমান্তরাল দড়িতে চড়া (৬) বাঁদরের মতো লাফিয়ে পেরনো, (৭) ঝুলন্ত দড়ি বেয়ে যাওয়া।

দরখাস্ত করতে পারবেন দুই ভাবে নিজের বয়ানে টাইপিং করার পর নিজের হাতে পুরণ করে কিংবা সরাসরি অনলাইনে।

বয়ান সাধারণ ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে টাইপিং করার পর নিজে হাতে বল পয়েন্ট কলম দিয়ে বড় হরফে পূরণ করবেন। বয়ান ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.ssc.nic.in এছাড়াও পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.karmosangsthan.com তখন সঙ্গে দেবেন ১০০ টাকার সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট ফী স্ট্যাম্প। দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সাঁটার পর পোস্ট অফিসের কাউন্টার ক্লার্ককে দিয়ে cancelled করিয়ে নেবেন। এছাড়াও টাকা স্টেট ব্যাঙ্কের চালানেও দিতে পারেন। মহিলা, তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। একাধিক দরখাস্ত পাঠাবেন না।

দরখাস্ত পৌঁছনো চাই ২৮ এপ্রিলের (ত্রিপুরা–সহ উত্তর–পূর্বাঞ্চল ও আন্দামান–নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রার্থীদের বেলায় ৫ মে'র) মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আন্দামান–নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ওড়িশা ও ঝড়খণ্ডের প্রার্থীরা দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় : The Regional Director (ER), Staff Selection Commission, 1st MSO Building (8th Floor), 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata, West Bengal-700 020. অসম ও ত্রিপুরা–সহ উত্তর–পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীরা দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় : The Regional Director (NER), Stall Selection Commission, Rukmini Nagar, P.O. Assam, Sachivalaya, Guwahati-781 006 বিহার রাজ্যের প্রার্থীরা পাঠাবেন : The Regional Director (CR), Staff Selection Commission, 21-23 Lowther Road, Allahabad, Uttar Pradesh-211002

এছাড়াও দরখাস্ত অনলাইনে করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে : www.ssconline.nic.in.www.ssconline2.gov.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফী বাবদ ১১০ টাকা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কোনও শাখায় চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। স্টেট ব্যাঙ্কে নগদে টাকা জমা দিতে চাইলে প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে পার্ট। রেজিস্ট্রেশন করার পর চালানের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়ে তবেই পার্ট–টু রেজিস্ট্রেশন করবেন।

নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা জমা দিলে সরাসরি পার্ট–টু রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রিন্ট করে নেবেন।

**কীভাবে দরখাস্ত পূরণ করবেন :**

১১নং কলমে দিল্লি পুলিশের সাব–ইন্সপেক্টর হলে 'A' বিএসফএ এর সাব ইন্সপেক্টর হলে 'B' সিআইএসএফ'এর সাব ইন্সপেক্টর হলে 'C' সিআরপিএফ'এর সাব–ইন্সপেক্টর হলে 'D', আইটিবিপি'র সাব–ইন্সপেক্টর হলে 'E' এসএসবি'র সাব ইন্সপেক্টর হলে 'F', সিআইএসএফ'এর অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর হলে 'G' লিখবেন।

দরকাস্তে ১২ নং কলমে বয়সের ছাড় নিলে তপশিলীরা লিখবেন '01', ওবিসি'রা লিখবেন '02' প্রাক্তন সমকর্মী হলে '09' প্রাক্তন সমরকর্মী (ওবিসি) হলে '10' প্রাক্তন সমরকর্মী (তপশিলী) হলে '11', কেন্দ্রীয় সরকারি সিভিলিয়ন কর্মী (জেনা) হলে '16', কেন্দ্রীয় সরকারী সিভিলিয়ন কর্মী (ওবিসি) হলে '18' লিখবেন। কেন্দ্রীয় সরকারি সিভিলিয়ন কর্মী (তঃজাঃ) হলে '20' লিখবেন। বিধবা–বিবাহ–বিচ্ছিন্না মহিলা—(জেনাঃ) হলে '24', ওবিসি হলে '25' তপশিলী হলে '26' লিখবেন।

15 নং কলমে Education Qualification Code–এর ঘরে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোড নম্বর লিখবেন নিচে দেওয়া কোড নং থেকে : BA-05, BA(Hons)-06, B.Com-07, B.Com (Hons)-08, B.Sc-09, B.Sc (Hons)-10, B.Ed-11, LLB-12, BE-13, B.Tech-14, AMIE (Part A & Part B)-15, B.Sc (Engg)-16, BCA-17, BBA-Air Force, Navy)-19, B.Lib-20, B. Pharm-21, ICWA-22, CA-23, PG Diploma-24, MA-25, M.Com-26, M.Sc.-27, M.Ed-28, LLM-29, ME-30, M.Tech-31, M.Sc. (Engg)-32, MCA-33, MBA-34,other 35.

Subject Code–এর ঘরে বিষয়ের কোড লিখবেন নিচে দেওয়া কোড নং থেকে : History-01, Political Science-20, Economic-03, English Literature-04, Hindi literature-05, Geography-06, Commerce-07, Law-06, Physical-09, Chemistry-10, Mathematics-11, Statistics-12, Botany-13, Zoology-14, Argiculture Science-15, Civil Engineering-16, Electrical Engineering-17, Mechanical Engineering-18, Electronics Engineering-19, Electronics & Power Engineering-20, Electronics and Communication Engineering-21, Electronics & instrumentation Engineering-22, Agriculture Engineering 23, Computer Science-24, Computer Application-25, Informatin Technology-26, Library Science-27, Accountacy-26, Work Accountancy-29, Business Administration 30, Mass Communication-31, Journalism-32, Mass Communication & Journalism 33, Pharmecy-34, Photography-35, Printing Technology-36, Nursing-37, Assamese-38, Bengali-39, Urdu-46, Sanskrit-47 দরখাস্তের বয়ান।

# রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে চাঁপদানি পুরভোটে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএম প্রার্থী শিখাদেবীর পাল্লাভারি

**মলয় সুর**

নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারের পারদ বাড়ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের। চাঁপদানি পুরসভায় ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে এবারে মহিলা সংরক্ষিত হওয়ার দরুণ এখানে সিপিএমের টিকিটে ভোটে দাঁড়িয়েছেন ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিখা সাউ। তাঁর স্বামী মনোজ সাউ ছাত্র জীবনে এসএফআই করতেন সেখান থেকে রাজনীতিতে হাতে খড়ি। বর্তমানে মনোজবাবু শ্রীরামপুরে হিন্দি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁদের বাড়ি চাঁপদানি পলতাঘাট বাস স্টপেজের নিকট। মনোজবাবুর স্ত্রী শিখা দেবী রাজনীতিতে এসেছেন বছর ও পার হয়নি। নয়া জগতের অ আ ক খ শেখার সময়ও পাননি সেভাবে। তাঁর মধ্যেই সরাসরি নেমে পড়তে হয়েছে লড়াইয়ে। প্রতিপক্ষরা যে তুলনায় শক্তিশালী এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তবুও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর শিখাদেবী তাঁর এই নতুন জগতের প্রতিটি কাজকর্ম উপভোগ করছেন চুটিয়ে। এই ওয়ার্ডে ১০ জন প্রার্থী রয়েছে। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়ী আয়ুব খান ২০১০ সালে ৮৫৮টি ভোট পায়। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমের থেকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে মাত্র ৩০১টি ভোট পেয়ে তৃণমূল জয়ী হয়েছিল। এবারে আয়ুব খানের স্ত্রী সেহনাজ বেগম প্রার্থী হয়েছেন। এখানে বিজেপিও প্রার্থী দিয়েছে। এছাড়া ৭ জন নির্দল গোঁজ প্রার্থী রয়েছেন। সিপিএমের প্রার্থী তালিকায় এবার বেশ কিছু নতুন তরতাজা যুবক-যুবতীকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তেমনই একটি ওয়ার্ড হচ্ছে চাঁপদানির পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ড। তৃণমূলের দখলে থাকা এই ওয়ার্ডটি উদ্ধার করতে বামফ্রন্ট আসরে নামিয়েছে যুব কমরেড নেতার স্ত্রী শিখাদেবীকে। প্রচারে বেরিয়ে যেভাবে সাড়া পাচ্ছেন, তাতে জয়ের আশাই করছেন সিপিএম প্রার্থী। প্রসঙ্গত, চটকল অধ্যুষিত অঞ্চল থাকায় চাঁপদানিকে মিনি ভারতবর্ষ বলা হয়। এখানে মুসলিম, বিহারী, ওড়িয়া, গুজরাটি সব জাতির তথা রাজ্যের লোকেরা বসবাস করছে। ভোটার ৩৬৬৭ জন, মুসলিম ভোট ১৯৪৮ জন। হিন্দু ভোটার ১৭১৯ জন। ওয়ার্ডের এলাকাবাসীদের তীব্র পানীয় জলের সংকট। অধিকাংশ বাসিন্দাদের পরিশ্রুত পানীয় জল অনেক দূর থেকে বয়ে নিয়ে আসতে হয়। যদিও কয়েকদিন আগে জলে পাম্প বসানো হয়েছে। কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ বিস্তর। বর্ষায় একহাটু জল জমলে হাঁটাচলা করতে সমস্যা হয়। ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের অভিযোগ রয়েছে, বৃদ্ধ ভাতা, বিধবা ভাতা, রেশন কার্ড থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। উল্লেখ্য, তৃণমূল কাউন্সিলর কেবলমাত্র পরিচিত ব্যক্তিদের সুযোগ করে দিয়েছেন। এতে তাঁদের হয়রানি বাড়ছে। সুতরাং শিখাদেবীর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি থাকার দরুণ জয় এনে দেবে বলে দাবি সিপিএম কর্মীদের। কয়েকদিন আগে তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলরের বন্ধুর মোটর সাইকেলকে কেন্দ্র করে চাঁপদানি পুলিশ ফাঁড়ি লক্ষ্য করে ইঁট, পাটকেল ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। এছাড়া পুলিশ ফাঁড়ি ভাঙচুরেরও অভিযোগ রয়েছে তৃণমূল প্রার্থী বিক্রম গুপ্তের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সিপিএম প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা রয়েছে বলে স্থানীয় রাজনৈতিক সূত্রের খবর। যদিও একে উড়িয়ে দিচ্ছে তৃণমূল।

মগরাহাট ২ নং ব্লকের চাকদহে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নমিতা সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি খইরুল লস্কল, স্থানীয় তৃণমূল নেতা হায়দর আলি মল্লিক ও আরও অনেকে।

## রাজীব নগরে বাসন্তী পূজো

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** বৃহস্পতিবার বাসন্তী পুজোর সপ্তমীতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং ১ ব্লকের ১ দিঘীর পাড় রাজীব নগরে মাতলেন কয়েক হাজার গ্রামবাসী। সারদা সংঘের পরিচালনায় সর্বজনীনন বাসন্তী পুজো উপলক্ষে এদিন নৃত্যাঙ্গন কলামন্দিরের কচিকাচারা নৃত্য পরিবেশন করে সংস্কৃতি মঞ্চে। নৃত্যাঙ্গন কলামন্দির নৃত্য শিক্ষিকা মৌপ্রিয়া মাল বলেন এই বাসন্তী পুজো সার্থক করে তুলতে এগিয়ে এসেছে গ্রামবাসীরা। তবে মঞ্চে রবীন্দ্র-নজরুল প্রমুখ নৃত্য পরিবেশন করেছে নৃত্যশিল্পীরা। এমনকি কচিকাচারা নৃত্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছে সুন্দর বনের কৃষ্টি সংস্কৃতি। পুজো কমিটির সভাপতি মুকেশ মণ্ডল এবং সম্পাদক বিমল কৃষ্ণ ওঝা বলেন সার্বজনীন বাসন্তী পুজো শাস্ত্রীয় মতে নিষ্ঠা সহকারে করা হচ্ছে। এলাকার শুধু ছেলেরা নয় পুজোকে সার্থক করে তুলতে এগিয়ে এসেছে গ্রামের মহিলারাও। প্রতিদিন সংস্কৃতি মঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি প্রমুখ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া গরীব দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এদিকে বাসন্তী পুজো উপলক্ষ্যে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মানুষ এসে ভিড় জমাচ্ছে। মেতে উঠেছে সর্ব ধর্মের মানুষ। যা মেল বন্ধনকে সৃষ্টি করেছে। বসেছে হরেক রকম খাবারের দোকান।

## পুরভোটে এগিয়ে তৃণমূলী মহিলা প্রার্থীরা

**অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার**

রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার নির্বাচনে রাজপুর টাউনের অধীনে এবার নতুন মুখের আবির্ভাব। ডি লিমিটেশন হয়ে যাওয়ার পর আসনটি সংরক্ষিত হয়েছে মহিলা প্রার্থী দ্বারা। নতুন মুখ হিসাবে তৃণমূলের চার জন মহিলাকে আনা হয়েছে। ১৬ নং ওয়ার্ডে তৃণমূলের সদস্যা তপতী চক্রবর্তী, (প্রাক্তন কাউন্সিলর কাঞ্চন চক্রবর্তীর স্ত্রী) ১৯ নং ওয়ার্ডে এসেছে শিবাণী ঘোষ, ২২ নং ওয়ার্ডে দাঁড়িয়েছে অতসী পাল এবং ২৫ নং ওয়ার্ডে বহু দিন ধরে তৃণমূলের সদস্যা সোনালী রায়। এঁরা সবাই প্রার্থী হিসাবে নতুন হলেও গতবারের জয়ী কাউন্সিলররা যেভাবে পরিশ্রম করে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে উন্নয়নের কাজ করে গিয়েছেন সেই উন্নয়নের ধারায় এবার নতুন প্রার্থীদের জয়ী হতে কোনও অসুবিধা হবে না বলে দাবি করলেন রাজপুর তৃণমূল টাউনের সভাপতি শিবনাথ ঘোষ। শিবনাথবাবু বলেন এবার চোখ বুঁজে ২২ থেকে ২৪টি আসন পেয়ে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভায় তৃণমূল বোর্ড গঠন করবে। এবার এইসব প্রার্থীরা নতুন হলেও তৃণমূলের পরিচয়ে তাদেরকে ভোট দিয়ে মানুষ জয়যুক্ত করবে বলে ওয়ার্ডের সমীক্ষায় উঠে এসেছে। সকাল ৭টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত প্রচন্ড গরমের মধ্যে মানুষের কাছে গিয়ে হাসি মুখে জোড় হাত করে নমস্কার জানিয়ে ভোটের প্রার্থনা জানাচ্ছেন। নতুন প্রার্থী আসার খবর শুনে এলাকার বাচ্চা থেকে বয়স্করা দলে দলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ভিড় করছে। বলছে তৃণমূল পার্টি যেভাবে টিউবওয়েল, রাস্তা ঘাট, আলো সমস্ত দিক থেকে উন্নয়নের কাজ করছে তাতে আমরা খুশি। সুতরাং এত ঝাঁ ঝাঁ রোদের মধ্যে মানুষের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে ১৬ নং ওয়ার্ডে তপতী চক্রবর্তীর সঙ্গে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নির্দল প্রার্থীর (জোড়া পাতা) ব্যাপক বচসা শুরু হয়ে গন্ডগোলের রূপ নেয়। ঘটনা এতটাই চরমে পৌঁছেছিল যাতে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এর আগেও তপতী দেবীর স্বামী কাঞ্চনবাবু পুরপিতা থাকা কালীন ওই ওয়ার্ডে পুকুর ভরাট ও বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই চার জনের মধ্যে রাজনীতিতে একেবারে নতুন ১৯ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী শিবাণী ঘোষ, ও ২২ নং ওয়ার্ডে অতসী পালদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল তারা এলাকার বহু দিনের মধ্যবিত্ত পরিবারের বাসিন্দা এবং তাদের নামে কোনও কলঙ্ক নেই। জিজ্ঞাসা করলাম বিএ পাশ করা অতসী দেবীকে নতুন রাজনীতিতে এসে কেমন লাগছে? এক গাল হেসে উত্তর দিলেন জীবনের নতুন দিক, ভালোই লাগছে। এতো গরমে আপনার তো অভ্যেস নেই এতোটা পথ পরিক্রম করা, কারণ ২২ নং ওয়ার্ড বিশাল বড় এলাকা। অতসী দেবী বললেন যতই গরম পড়ুক না কেন অনেক লোক নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে ভালোই লাগছে, কষ্ট মনেই হচ্ছে না। শান্ত মহিলা, সভ্য, ভদ্র, বেশি কথা নয়, ছোট ছোট মাপের উত্তর দেন। দুপুর ১টা তিরিশ নাগাদ চলে এলাম সখের বাজার ২২ নং ওয়ার্ডে শিবাণী ঘোষের বাড়ি। সবে মাত্র ভোট প্রচার পর্ব সেরে বাড়িতে ঢুকেছেন। মন খোলা হাসি হেসে বলেন বলুন কি বলবেন। সঙ্গে স্বামী পুত্র ও পুত্রবধূ। ছোট এক ফালি ভাঙা টালির ঘর। ঘরের দুদিকে দুটো চৌকি। বহু পুরোনো বাড়ি, দেওয়ালে প্লাস্টার নেই, মূল দরজার সামনে তুলসি মঞ্চ। ছোটবেলা থেকে বাবার সঙ্গে ঘুরেছেন রাজনীতি মহলে। বাবা ছিলেন কংগ্রেসের এক পোড় খাওয়া নেতা। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে এসে স্বামীর হাত ধরে বেশ কিছু রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনে এই প্রথম তৃণমূলের হয়ে প্রার্থী হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম সকাল থেকে কিরকম ঘুরলেন প্রত্যন্ত এলাকায় মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে এই রোদে? এটা তো আপনার জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা। উত্তরে বলেন আমাদের কাছে রোদ বলে কিছু নেই। সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জড়িয়ে ধরছেন কেউ হাত ধরছেন। এর উপর বাড়তি পাওনা সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায় ও আমার ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুরপিতা গোপী নাথ দাস আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অনেকটা সহজ সরল করে দিয়েছে ভোটের বাক্সে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা। এলাকার ব্যাপক উন্নয়নের কাজ হওয়ার দরুণ সেই প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে জিতে বেরিয়ে আসবেন এইরকম কথা শোনালেন। শেষে বলেন একটু গ্লুকোন-ডি খান। প্রশ্ন করার আগেই বুঝে ফেলছেন শিবাণী দেবী কি বলতে চাইছি। ওয়ার্ড নং ২৬-এ দাঁড়িয়েছেন নরেন্দ্রপুর এলাকার গতবারের বিজয়ী প্রার্থী টুম্পা দাস। রাজপুর সোনারপুর পুরসভায় অধীনে প্রথম সারিতে যে কটা ওয়ার্ড গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই বললেই চলে। কারণ যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলি গোষ্ঠী দ্বন্দ্বেতে জর্জরিত সেই সব ওয়ার্ড থেকে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নির্দল প্রার্থী হিসাবে জোড়াপাতা প্রতীক চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। টুম্পা দেবী বলেন এবার একটা নতুনত্ব দেখতে পাচ্ছি। কি রকম? প্রচার মিছিলে আগের তুলনায় এবার বহু মহিলারা যোগ দিয়েছেন যেটা আগের বার ছিল না।

**রাজপুর-সোনারপুর**

## সুন্দরবনের আয়লা বিধ্বস্ত ৫০ দুঃস্থ ছাত্রছাত্রী পেল আলোর দিশা

**প্রভুদান হালদার**

বিধ্বংসী 'আয়লা' সুন্দরবনের গোসাবা বাসন্তীর ১০০ বছরের সভ্যতা ওলট পালট করে দিয়ে গিয়েছে। খাদ্যের জন্য বহু শিশু কিশোর কিশোরী লেখাপড়া ছেড়ে পরিবারে অন্ন সংস্থানের কাজে ব্যস্ত। সুন্দরবনের বাসন্তীর এমন ৫০টি পরিবারের ৫০ (ছাত্রী ৩০, ছাত্র ২০) ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ধারাবাহিক দায়িত্বভার গ্রহণ করল মিশন কলকাতা ও চম্পা মহিলা সোসাইটি। এখন এই ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত। মিশন কলকাতার বিশ্বনাথ সিংহরায় বললেন মাসে ৪৫০ টাকা করে ৫০ জনকে দেওয়া হবে। যত দিন না তাদের উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। চম্পা মহিলার পক্ষে অমল নায়েক বললেন, অর্থের সঙ্গে তারা পাবে শিক্ষা সামগ্রী, পোশাক, জুতো ও চিকিৎসার সুযোগ। ৫০ জন প্রকৃতই আলোর দিশা পাওয়ায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এলাকাবাসী খুশি। বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুভাষ নস্কর, বিডিও কওসার আলি, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন আশা করি আজ যারা সাহায্য পাচ্ছে তারাও একদিন বড় হয়ে অবশ্যই অন্যকে সাহায্য করবে। অধিক আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারগুলি একজন করে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর দায়িত্ব নিলে দ্রুত সমৃদ্ধ হবে এই সমাজ। সভায় এই আহ্বান জানানো হয়।

## কেঁচো লাও, মাটি বাঁচাও

**সানওয়ার হোসেন**

আয়ুজ্জ্বল ট্রেডিং প্রাঃ লিঃ এর সহযোগিতায় নিশ্চিন্তপুর জন

কল্যাণ মহিলা সমিতির পরিচালনায় নিশ্চিন্তপুরের কচুবেড়িয়াতে বিভিন্ন চাষিদেরকে নিয়ে একটি জৈব সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয় 'মাটি বাঁচাও, চাষির বন্ধু কেঁচোকে ফেরাও।' পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম কোনও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এসএইচজি-র মাধ্যমে জয়দ্বীপ এন্টার প্রাইজের ডিরেক্টর অনিমেশ রায়, তিনি বলেন আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল বিষযুক্ত বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এবং নিত্য প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট এসএইচজি-র দ্বারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো বা সচেতন করা। ভালুয়্যাম কনসালটেন্সী সারভিসস প্রাঃ লিঃ-এর চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিন বলেন কিছুদিন পর জৈব সার ব্যবহার বাধ্যতা মূলক হবে। এই কোম্পানির টেকনিসিয়ান জাকীর হোসেন বলেন আমরা গাছের, ফলের যত্ন নিই। কিন্তু মাটির যত্ন নিই না। ফলে মাটিতে খাদ্য না থাকায় গাছের শিকড় উপরে উঠে আসছে। তাতে করে ফসল ভালো হচ্ছে না। এদের জৈব পক্রিয়ায় তৈরি হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল, মাছ ইত্যাদিরও ওষুধ তৈরি করেন। ভালুয়্যাম কলসালটেন্সী সার্ভিসেস এবং উইনেচার ট্রাইআফ-এ জৈব ব্যবহারে প্রস্তুত নেন। এই কোম্পানি ভারত সরকারের এগ্রিকালচার (APPEPA) বিভাগ থেকেIndian Society for Certification of Organic Product (ISCOP) অনুমোদন পান।

## ছাত্রীর উপর অ্যাসিড হামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :** রবিবার দুপুরে প্রাইভেট টিউশন পড়ে বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্রী বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ একই কলেজের ছাত্র ইমারুল সরদার পিছন থেকে ছাত্রীর উপর অ্যাসিড ছোঁড়ে। ছাত্রীটি চিৎকার করলে স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। তারা ছাত্রীকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। এদিকে গ্রামবাসীরা ইমারুল সরদারকে খুঁজে বের করে ক্যানিং থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ বাহিনী। পুলিশ যুবককে গ্রেফতার করে। ছেলেটি এখন জেল হেফাজতে রয়েছে।

## ধর্ষণে অভিযুক্ত জামাই

**বিশ্বজিৎ পাল, কুলপি :** সোমবার সকালে এক নবম শ্রেণির ছাত্রীকে জোর করে ধর্ষণ করে তার জামাইবাবু এমনই অভিযোগ দায়ের করে থানায় তার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার বৈদ্যপুর গ্রামে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বৈদ্যপুর গ্রামের বাসিন্দা নবম শ্রেণির ছাত্রীর বাড়িতে গত ৫ এপ্রিল দুপুরে অনুষ্ঠান ছিল। এদিন রাতে ছাত্রী বই পড়ছিল। সেই সময় তার আত্মীয় ডেভিড বৈদ্য একা পেয়ে ছাত্রীকে জোর করে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ধর্ষণের সময় ছাত্রীটি চিৎকার করে। চিৎকারের শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। ডেভিড সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ছাত্রী তার পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি খুলে বলে। তার কাছ থেকে সব কিছু শুনে তার পরিবারের সদস্যরা কুলপি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ছাত্রী বতর্মানে মদনমোহন আর পি এফ বিদ্যামন্দির স্কুলে নবম শ্রেণিতে পঠন-পাঠন করে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানান এক নবম শ্রেণির ছাত্রীকে তার আত্মীয় ধর্ষণ করে এমন ধরনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ছাত্রীকে হাসপাতালে ডিএনএ টেস্ট করতে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত পলাতক। তার খোঁজ চলছে। খুব শীঘ্রই সে ধরা পড়বে।

# মহানগরে

## মরণফাঁদ মাঝেরহাট ব্রিজেও হতে পারে

**বরুণ মণ্ডল**

কেবল কী মধ্য কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে কলকাতা পুরসভার সড়ক দফতরের রাস্তা তৈরি গাফিলতির ভয়াবহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হল। দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার মাঝেরহাট রেলওয়ে ওভার ব্রিজের ওপরও এমন ঘটনা, বিশেষত বর্ষা ঋতুতে ঘটে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় এক দশক পূর্বে তারাতলা উড়ালপুল তৈরির সময়কাল থেকে মাঝেরহাট ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রাম চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়। তার পরে সেই ট্রাম লাইন না তুলে বরঞ্চ ওই লাইনের ওপরই হটমিক্স ঢেলে দিয়ে রাস্তার উচ্চতা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর জেরে যে কত বড়ো বিপদ ঘটতে পারে তা বর্ষাকাল এলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ পিচের প্রধান শত্রু হল জল। আর লোহার ওপর হটমিক্স দেওয়ায় তাও জমাট বাঁধা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে সেটি আলগা হয়। ফলে বর্ষা ঋতুতে সেই লাইনের ওপর দিয়ে বাস লরি ইত্যাদি ভারী গাড়ি যাতায়াতের ফলে সেই 'ব্ল্যাকটপ' ভেঙে গিয়ে তার নিচের ট্রাম লাইন খুলে যায়। ফলে ব্রিজের ওপর গাড়ির গতি কমতে থাকে। এদিকে এস এন ব্যানার্জী রোডের ঘটনার পর পুর প্রশাসনের অনেক কর্তাব্যক্তি এবার বুঝেছেন, রাস্তা তৈরির সময় এমন গাফিলতি ঠিক কতটা ভয়াবহ হতে পারে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, কলকাতা পুরসভা রাস্তা পিচ করার সময় বাতিল ট্রাম লাইন তোলে না কেন? পুর সড়ক দফতরের কর্তাদের বক্তব্য, 'সাধারণত, বাতিল ট্রামলাইন না তুলেই রাস্তা পিচ করা যায়। কারণ, ট্রামলাইন তোলার কাজ প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। অর্থাৎ পুরসভার কাজ হল, যে কাজ ব্যয় সাপেক্ষ সেখানে গাফিলতি করা।

## যাত্রী পরিষেবায় অবহেলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার আর কে গুপ্তা গত ১লা এপ্রিল 'জন আহার' নাম রেলের খাবারের দোকান দোতলা থেকে এক তলায় নামিয়ে আনেন। এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তিনি জানান, দোতলায় যাত্রীদের রেলের খাবার সংগ্রহে অসুবিধা দূর করার জন্য যাত্রী স্বার্থে তিনি একাজ করেছেন। রেলের যাত্রীরা রেল ম্যানেজারের এ কথাকে পরিহাস বলে মনে করেছেন। তাঁদের বক্তব্য ব্যবসা জমছিল না বলেই তিনি দোতলা থেকে টেনে একতলায় 'জন আহার'কে টেনে এনেছেন। আদতে রেল ম্যানেজার ঠান্ডা ঘরে আরাম কেদারায় বসে সুখের বাতাস খান। এই সুখের বেতন হিসাবে রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের পকেট কেটে মোটা টাকা দক্ষিণা দেন। ম্যানেজার কোনওদিন যাত্রী দুর্দশা দেখতে সুখের অফিস ঘর থেকে যাত্রী সমক্ষে আসেন না। বিনা টিকিটের যাত্রীরা রেলে ভিআইপি। বিশেষতঃ দূর পাল্লার রেলে বহুদিন আগে থেকে সংরক্ষিত আসনের টিকিট কেটেও নিশ্চিন্তে যাতায়াতও করতে পারেন না। অবৈধ যাত্রীরা সংরক্ষিত আসন দখল করে রাখেন। অবৈধ মালপত্র যাত্রী কামরা সর্বদাই ঠাসা থাকে। চোরাচালান ব্যাপক আকারে হয় রেল পুলিশ ও রেল কর্মীদের যোগসাজশে। রেলে চুরি ঠেকানোর জন্য রেল ম্যানেজারের মাথা ব্যথা নেই। রেলের ভিজিল্যান্স দফতর চোখে ঠুলি এটে বসে থাকে। রেলে ডাকাতি তো যাত্রীদের নিত্য সঙ্গী। সময় সারণী ধরে গাড়ি চলে না।

উদ্বোধন উপলক্ষে কথা উঠেছিল প্ল্যাটফর্ম টিটি নিয়ে। ৫ টাকার প্ল্যাটফর্ম টিকিট ১০ টাকা করায় যাত্রীরা ওই দামে টিকিট কাটতে আদৌ রাজী নয়, তাঁরা রেলের যে কোনও নিকটস্থ স্টেশনের ৫ টাকার টিকিট কেটে থাকেন। তাই প্ল্যাটফর্ম টিকিট বিক্রির হার কমেছে এই বিক্রি কমে যাওয়ায় তার মুখে কোনও উদ্বেগ ছিল না। বরং ছিল প্রশান্ত অনুভূতি। যাত্রীদের প্রবেশ অবাধ। তাদের দাপটে যাত্রীরা অস্থির হয়ে ওঠে। অনেক রেলের কামরার ছাদ ফুটো। বৃষ্টিতে কামরা জলে ভেসে যায়। চলন্ত রেলের খাবার নিম্ন মানের।

## প্রতিবাদের মুখ...

ছবি: অরুণ লোধ

## হকার শূন্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ২০০৫-২০১০ প্রাক্তন মহানাগরিক বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যই বা কী আর ২০১০-২০১৫ বিদায়ী পুরবোর্ডের বর্তমান মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ই বা কী কেউ নিজ নিজ পাঁচ বছরের সময় কালে কলকাতা মহানগরীতে ঠিক কত বৈধ হকার রয়েছে কেউই তার তথ্য পরিসংখ্যান তৈরি করে উঠতে পারলো না। যদিও বামেদের সময়কালের চেয়ে তৃণমূলের সময়কালে এ তথ্য তৈরির আদর্শ সময় হওয়া সত্ত্বেও। প্রসঙ্গত, বর্তমান পুরবোর্ডের সময়কালে বছর দুই পূর্বে পুর মহাধ্যক্ষ জনাব খলিল আহমেদ একবার শহরের হকার সংখ্যা নির্ধারণের জন্য এক সমীক্ষা চালানোর প্রস্তুতি শুরু করেন। যদিও রাজনৈতিক চাপে কিছুদিন সমীক্ষা চলার পর বন্ধ হয়। প্রাক্তন মহানাগরিক বিকাশবাবুর বক্তব্য ২০১০-এ আমরা শহরের হকারদের নিয়ে একটা 'হকার রিপোর্ট' তৈরি করা হয়েছিল যদিও পুর বাজার দফতরের বর্তমান মেয়র পারিষদ তারক সিংহের বক্তব্য, এমন কোনও 'হকার রিপোর্ট' আমরা খুঁজেই পাইনি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ১১ এপ্রিল – ১৭ এপ্রিল, ২০১৫

# সরকারি পরিষেবায় এস এম এস এ অশ্লীলতা বন্ধ হোক

সরকারি জন পরিষেবার দায়িত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা সাধারণের কাছে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং সহজলভ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিএসএনএল বা ভারত সরকারের টেলিফোন পরিষেবা দেশের বিশাল অংশের কাছে পৌঁছে যায়। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী গুজরাট থেকে মণিপুর সর্বত্রই এই পরিষেবা প্রশস্ত। সীমান্তবর্তী কোনও কোনও রাজ্যে একমাত্র বিএসএনএল–এর টাওয়ারেই যোগাযোগ সম্ভব। ইদানিং কয়েক বছর বিভিন্ন দেশি বিদেশি বেসরকারি মোবাইলে টেলিফোন কোম্পানি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। তাদের নানা রকম পরিষেবা ও পরিষেবার প্রতিশ্রুতি। চলভাষ বা মোবাইল ফোন এখন আর বিলাসিতা কিংবা সম্পদ প্রদর্শনের জন্য নয়। জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সরকারি টেলিফোনে এখন অশ্লীল এসএমএস–এর পাশাপাশি চিটফান্ডের মতোই প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির মিথ্যা বার্তা নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে। যা শুধু দেশের সরকার এর ভাবমূর্তিই কলুষিত নয়, যুবমানস সর্বোপরি নাগরিক সমাজের পক্ষেই অমঙ্গলজনক। ইন্টার নেটের কারণে আজ ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান ভাণ্ডার স্পর্শ করা খুব সহজ সাধ্য হয়েছে। পাশাপাশি খারাপ জিনিস চর্চার সুযোগও হাতের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। সেই সুযোগ যদি মুঠোফোনের দৌলতে পকেটে পকেটে চলে আসে তাহলে সর্বনাশের আর বাকি থাকবে না।

অবিলম্বে সরকারি টেলিফোনে পুরস্কারের টাকা দেওয়া এসএমএস বন্ধ হওয়া জরুরি। প্রচুর মানুষ নিত্য প্রতারিত হচ্ছেন ওই সব ভুয়ো ফোনবার্তার মাধ্যমে। ‘পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনা পেয়েছেন আপনি’ এমন এসএমএস–এর পরেই গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চাওয়া হবে এমনকী পুরস্কার নেওয়ার জন্য অর্থও দাবি করা হচ্ছে। সাইবার ক্রাইম এর পর্যায় এমন কার্যকলাপ পড়ে কিনা তা কর্তৃপক্ষের দেখা কর্তব্য। বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের নাম ও বয়স জানিয়ে সরাসরি যোগাযোগের জন্য যে সমস্ত অশালীন এসএমএস সরকারি টেলিফোন সংস্থার মাধ্যমে লাগাতার গ্রাহকের ম্যাসেজ ইনবক্স ভরে দিচ্ছে তা আশংকার। কত অর্থ সরকার ওই সমস্ত সংস্থাগুলির থেকে পাচ্ছেন কিংবা কোন নৈতিক দায়িত্ব পালন করছেন এ নিয়ে লোকসভা কিংবা বিধানসভা প্রশ্ন তুলেছেন বলে জানা যায় না। অবাঞ্ছিত এসএমএস বন্ধ করার প্রকৌশল সাধারণ মানুষের প্রায় নাগালের বাইরে। জনমনকে কলুষিত করার দায় থেকে সরকারমুক্ত হোক এবং ‘ট্রাই’ আগামী দিনে যাতে বেসরকারি টেলিফোন সংস্থাগুলির ওপর নজরদারি করে এ ব্যাপার তা নিশ্চিন্ত করতে হবে।

## অমৃত কথা

৫১৯ ঈশ্বর কোটী যেমন অনুলোম বিলোম। নেতি নেতি করে ছাদে পৌঁছে যখন দেখে ছাদও যে জিনিসে তৈরি (ইট, চূন, সুরকি) সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈরি, তখন কখনও ছাদে থাকতে পারে, আবার ওঠানামাও করতে পারে।

৫২০ জীব কোটীর ভক্তি–বৈধী ভক্তি, এতো উপচারে পুজো করতে হবে, এতো পুরশ্চারণ করতে হবে। এই বৈধী ভক্তির পর জ্ঞান, তারপর লয়। এই লয়ের পর আর ফেরে না।

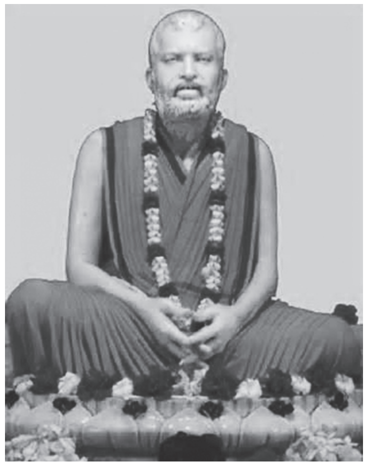

৫২১ ভক্তি না নিলে কি নিয়ে থাকে? তাই সেব্য সেবক ভাব আশ্রয় করতে হয়, তুমি প্রভু, আমি দাস। হরিনাম আস্বাদন করবার জন্য রস রসিকের ভাব –হে ঈশ্বর, আমি রসিক।

৫২৩ শুকদেব সমাধিস্থ আছেন, নির্বিকল্প সমাধি–জড় সমাধি। পরীক্ষিতকে ভাগবত শোনাতে হবে, ঠাকুর নারদকে পাঠিয়ে দিলেন। নারদ দেখলেন শুকদেব বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে জড়ের ন্যায় বসে আছেন। তখন হরির রূপ চার শ্লোকে বীণার সঙ্গে বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রথম শ্লোকে বলতে বলতে শুকদেবের রোমাঞ্চ হল, ক্রমে অশ্রু, অন্তরে, হৃদয় মধ্যে চিন্ময়রূপ দর্শন করতে লাগলেন। জড় সমাধির পর আবার রূপ দর্শনও হলো, শুকদেব ঈশ্বর কোটী।

৫২৪ নাগ কন্যা, দেব কন্যাও নেবে আর রামকেও নেবে।

৫২৫ পতঙ্গের স্বভাব আলো দেখলেই তাতে পড়তে চায়, তাতে প্রাণ যায় যাক। আলোর কোনও অভিমান নেই যে, পতঙ্গ আমাতে এসে পড়ে। সেইরকম প্রকৃত ভক্ত ঈশ্বরে গিয়ে পড়েন, তাতে তাঁর প্রাণ যাক আর থাকুক। ঈশ্বরের কোনও অভিমান নেই, যে তাঁর কাছে আসে, তিনি তাকেই গ্রহণ করেন।

৫২৬ থোড়েরি মাজ, মাজেরি থোড়। ব্রহ্মই–জগৎ, জগৎই –ব্রহ্ম।

৫২৭ পাগল, মাতাল ও বালক–বালিকাদের মুখ দিয়ে অনেক সময় দৈববাণী বের হয়।

## ফেসবুক বার্তা

সামনেই খুশির গাজন। অনেকটা ইংরেজি ‘গো অ্যাজ ইউ লাইক’–এর মতো নানা হরিয়ালি সাজে সজ্জিত হয়েছে উপরোক্ত ব্যক্তিরা।

# মোদীর দলিত যুগের স্বপ্ন–চোখের জল পান পর্ব ১৯

**সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়**

দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে দলিত শ্রেণি সচেতনতা সাংগঠনিক রূপ নেবার পর থেকে উচ্চবর্ণ দলিত সংঘর্ষ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ৯০–এর দশকে তামিলনাড়ুর পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশ কর্ণাটক কেরল পুডিচেরী প্রভৃতি রাজ্যে দলিত সংঘর্ষ হত্যা গণহত্যা নিত্য দিনের ঘটনা। জমির ওপর অধিকার, আত্ম মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার দাবি দলিত জনজাতির মধ্যে যতই সোচ্চার হচ্ছে, উচ্চবর্ণের অত্যাচার ততই বেড়ে চলেছে। ২০১২ সালে ২২শে জুনের ঘটনা। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রী কাকুলাম জেলার লক্ষ্মণপেটা গ্রামে জমির দখল নিয়ে এক সংঘর্ষের টুপু কানু নামক ব্রাহ্মণ্য বর্ণের জিঘাংসায় এক পরিবারের ৪ জন দলিত মারা যায়। ৩০ জন গুরুতর জখম হয়। এই ঘটনায় প্রাথমিক কারণ অন্ধ্রপ্রদেশে স্বর্ণমুখী নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণের সময় সরকার ২০ একর জমি কাপু এবং দলিতদের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করে। কাপুরা জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ সঠিক মূল্য পেলেও দলিতদের কম ক্ষতিপূরণ সরকার দেয়। এই জমিতে চাষ আবাদ করে উপার্জনের ব্যবস্থা করেছিল। কাপুরা এই জমির ওপর তাদের অধিকার দাবি করায় তা নিয়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত। কাপু ব্রাহ্মণদের কিন্তু শাস্তি হয় নি। ২০১২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ৯.০৪% এবং কর্ণাটকে ৯.৬৬% ফৌজদারি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে।

২০০০ সালে কর্ণাটকের কোলার জেলায় কামরাপাল্লি গ্রামে উচ্চবর্ণ রেড্ডিদের সাথে দলিতদের সংঘর্ষে ৭ জন দলিত মারা যায়। ১৯৭০ সাল থেকে এই এলাকার দলিতরা নিজেদের সাংবিধানিক অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে শুরু করে। দলিতরা আধুনিক শিক্ষায় সচেতন হতে শুরু করলে রেড্ডিরা দলিতদের আধুনিক পোষাক পরিচ্ছদে রুদ্ধ হয়ে ওঠে। যার পরিণতি এই জাতি দাঙ্গা।

২০১৪ সালে ২০শে অক্টোবর মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরের তালুক পতাদ্রিতে উচ্চবর্ণ মারাঠা এবং বানজারি সম্প্রদায়ের হাতে এক পরিবারের বাবা–মা পুত্র সহ তিনজন বৌদ্ধ দলিত খুন হয়। এই খুনের পেছনে ছিল জমি থেকে এই দলিত পরিবারকে উচ্ছেদ করা। তিনজনকে নৃশংসভাবে খুন করে ভুট্টা ক্ষেতে পুঁতে দেওয়া হয়। ২০১৪–য় এই জেলায় ৭৪ জন দলিতকে খুন করা হয়। যাদের মধ্যে ৩ জন ঝাড়ুদার ছিল। ২০১৩ সালে ১১১জন দলিত খুন হয়। কিন্তু অপরাধীদের কোনও শাস্তি হয় নি।

জাতপাতের সংঘর্ষে মহারাষ্ট্র বিহার–তামিলনাড়ুর চেয়ে পিছিয়ে নেই। ১৯৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে মুম্বই–এ আম্বেদকর কলোনীতে স্থানীয় দলিতদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপর পুলিস লাঠিচার্জে এবং গুলিতে ১০ জন দলিত মারা যায়। এই প্রতিবাদী আন্দোলনের কারণ ছিল জাত–পাতের ভিত্তিতে বৈষম্য। মহারাষ্ট্র সরকার এখনো অপরাধীদের শাস্তি দেয় নি। ২০০৬ সালে মহারাষ্ট্রের বান্দারা জেলায় কিরলাঞ্জি গ্রামে কুন্তি জাতের হাতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী

৪ জন দলিত খুন হয়। খুনিরা প্রথমে এই পরিবারের দুই মহিলা মা সুরেখা এবং মেয়ে প্রিয়াংকাকে নগ্ন করে রাস্তায় ঘুরিয়ে খুন করে। মহারাষ্ট্র হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চ অপরাধীদের যাবৎজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে কয়েকমাস বাদে উত্তর প্রদেশের কানপুরে আমবেদকরের স্ট্যাচুর সামনে দলিতরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক প্রতিবাদে সামিল হয়। দলিতরা ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশের গুলিতে ৪ জন দলিত মারা যায়। ২০১৩ সালে জানুয়ারি মাসে মহারাষ্ট্রের সোনাই গ্রামে ৩ জন দলিত যুবককে খুন করে সেপটিক ট্যাঙ্কের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। জাতিপুঞ্জ মহারাষ্ট্রের আহমেদদাবাদ নগরকে দলিত অত্যাচার প্রবণ এলাকা বলে ঘোষণা করেছে। ২০১৪ সালে কারদা গ্রামে দলিত কলেজ ছাত্র নীতিন আসেকে খুন করে। ১৯৯৫–২০০৭ মহারাষ্ট্রে দলিতদের ওপর অত্যাচারের ১,৩৮৫টি মামলা রুজু হয়েছে।

২০১৪ সালে হিউম্যান রাইট ওয়াচ ‘Cleaning human waste’, Manual Scavenging নামক ৯৬ পাতার যে প্রতিবেদন পেশ করেছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতে নীচ জাতের লোকেদের দিয়ে বাধ্য করা হয় মানব বর্জ পদার্থ পরিষ্কার, ড্রেনে নেমে কাজ করতে। গুজরাট মহারাষ্ট্র রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশে নিম্ন জাতের লোকেদের জোর করে সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে কাজ করান হয়। ২০১৩ সালে ভারত সরকার আইন করে নিষিদ্ধ করে এবং তাদের পুর্নবাসনের কথা বলে। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই ধরনের কাজকে অনৈতিক বলে ঘোষণা করেছে। জাতপাতের ভিত্তিতে গান্ধিজীর হরিজনদের ‘ভান্দি’ কাজে যুক্ত থাকার জন্য তারা প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা ঠিক মতো পায় না।

রাজস্থানে দলিতদের ওপর অত্যাচার জোর করে লেঠেল দিয়ে পিটিয়ে তাদের জমি দখল নেওয়া। ১৯৯২ সালে রাজস্থানের ভরতপুর কুর্মের শহরের লাগোয়া গ্রামে জাঠেরা অত্যাচার চালিয়ে তফশিলি জাতি ভুক্ত জোতাভ গোষ্ঠীর ১৬ জনকে খুন করে। এই সংঘর্ষে ১ জন জাঠ মারা যায়। ১০০র বেশি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। রাজস্থান হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কে এস লোধার নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে দলিতদের জ্বলন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ২০১২ সালে সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ২৩.২৫% অপরাধ দলিতদের ওপর সংগঠিত হয়েছে।

২০০৮ সালে রাজস্থানের ভরতপুর কারাউলির জাতি গোষ্ঠী নিজেদের তফশিলী জাতির সাংবিধানিক মর্যাদা দাবি করে জয়পুর–দিল্লি, জয়পুর–আগ্রা, মুম্বই–দিল্লি হাইওয়ে অবরোধ করে। আন্দোলনকারী এবং পুলিসের মধ্যে সংঘর্ষে ৩৭ জন গুর্জর নিহত হয়। কয়েকশো মানুষ আহত হয়। এই সংঘর্ষ তিনটি পর্বে চলে। ২৩শে মে ২০০৮–১৭ জুন, ১৭ ডিসেম্বর ২০১০, ৭ই জানুয়ারী ২০১১। গুর্জরদের এই আন্দোলন কেবলমাত্র রাজস্থানে সীমাবদ্ধ থাকে নি। মধ্যপ্রদেশে গুর্জরদের আন্দোলনে ২ জন মারা যায়। ২০১২ সালে ৪৬ জন হত্যা এবং ১৪৮ জন মহিলা রাজস্থানে ধর্ষিতা হয়েছে। রাজস্থানে জাতপাতের লড়াই জমি দখলের প্রশ্ন যুক্ত থাকলেও অন্য দুটি কারণ অবশ্যই রয়েছে। প্রথম জাতপাতের রাজনীতি; যার জন্য কংগ্রেস, বিজেপি সহ দলগুলি লাভবান হয়। দ্বিতীয় সংরক্ষণ ভুক্ত জাত হতে পারলে তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবে। গুর্জর এবং মীনা জাতের লোকেদের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন প্রতিবাদের ঘটনা ঘটেছে।

রাজস্থানের দলিতদের অত্যাচারের ধরন আর গুজরাটে দলিত অত্যাচার এক নয়। স্বাধীনতার পর থেকে গুজরাটে দলিতদের বর্ণ করে ব্রাহ্মণ এবং ভূমিহাররা মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করে। ১৯৮১ সালে গুজরাটে মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য দলিতদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হলে উচ্চবর্ণের লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুজরাটে মেডিকেল কলেজে ছাত্র শিক্ষক মিলিয়ে ৭৩৭ জন ফ্যাকাল্টি সদস্য ছিল। যাদের মধ্যে ২২ জন হরিজন। এই সংরক্ষণের প্রতিবাদে গুজরাটের ১৮টি জেলায় দলিত দলন শুরু হয়। আন্দোলনে ২৫ জনের বেশি দলিত মারা যায়। এই সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন থেকে দলিতরা সচেতন হতে শুরু করে উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে গুজরাটের প্রতিবেশী প্রদেশ মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতার সময় থেকে দলিত আন্দোলনে আমবেদকরের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল। আমবেদকর একা নয়, গণ্ডিতা রমাবাই জ্যোতি বাও ফুলে উনবিংশ শতকে মহারাষ্ট্রে দলিত সচেতনতা গড়ে তোলার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। গুজরাটে কিন্তু দলিত বর্গের জনগণকে সচেতন করার মদন ব্যক্তিত্বে অভাব ছিল। ঊনিশের ৩০ এর দশকে গান্ধিজী পিতৃসুলভ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দলিতরা হিন্দু সমাজের অংশ হিসাবে সম্মান পাবার জন্য হরিজন সত্যাগ্রহ করেছিলেন। ১৯৭০–এর দশকে গুজরাটে গ্যান্থার আন্দোলন শহরাঞ্চলে শিক্ষিত দলিত যুবকদের নিয়ে শুরু হয়। কিন্তু এই আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে দলিতদের মধ্যে তেমন প্রভাব গুজরাটের দলিত বঞ্চনা অত্যাচার প্রকাশ্যে আসে। ১৯৮৪ সালে দলিতদের শিক্ষা ও চাকুরিতে সংরক্ষণের দাবিতে অনুরূপ দাঙ্গা শুরু হয়। এই দাঙ্গায় ২০০ জন দলিত মারা যায়। ২০১২ সালে পুলিসের গুলিতে গুজরাটে ২ জন দলিত মারা যায়।

গত লোকসভা নির্বাচনে রামবিলাস পাসোয়ানকে বসিয়ে নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন যে আগামী দশ বছর দলিত যুগ হিসাবে চিহ্নিত হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় মোদির রাজ্য গুজরাটে দলিতদের নিরাপত্তা নেই। ২০১৪ সালে নব সারজন ট্রাস্ট গুজরাটের দলিতদের ওপর একটি সমীক্ষা চালায়। এই রিপোর্টে উঠে এসেছে গুজরাটের দলিত কল্যাণের পরিসংখ্যান! ৯৮.৪% গ্রামে অসবর্ণ বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ৯৭% গ্রামে উচ্চবর্ণের মন্দিরে দলিতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ৬২.৭১% নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে পানীয় জল দেবার সৌজন্যবোধ দেখায় না। প্রতিদিন গড়ে ১০ জন দলিতকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যতদিন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কতটা পেরেছিলেন দলিত যুগের স্বপ্ন রাজ্যে সফল করতে?

# কী মধু আছে তোমার নামেতে আহা কাউন্সিলর

**নির্মল গোস্বামী**

‘‘মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষয়ন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধী।।

মধু মক্তমুতোয়সি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।’’

....ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু

ঋকবেদের এই প্রার্থনা মন্ত্রের অর্থ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। সত্য পথযাত্রী আমাদের নিকট বায়ু মদুর হউক, তটনী মধু ক্ষরণ করুক। ঔষধিসমূহ হউক মধুময়। এক কথায় এই ভুবন আমাদের কাছে মধুময় ছিল। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে অনেক পালটে গিয়েছে মানুষের নির্বিচার বংশ বৃদ্ধি। মানুষের আরাম আয়েশের ব্যবস্থার আয়োজন করতে করতে পৃথিবী ক্রমশ রিক্ত নিঃস্ব হচ্ছে। বাতাসে বিষ, জলে দূষণ, ভারতের প্রধান তটিনী অমৃতপ্রবাহিনী গঙ্গা আজ কালকূট বহন করে হুজু থজু হয়ে বহে চলেছে যে সূর্যালোকে প্রাণ ধারনের অন্যতম উপাদান তাও আজ ক্ষতিকারক তেজস্ক্রিয় বহন করে নিয়ে আসছে।

প্রকৃতিতে কোথাও আজ আর মধুর খোঁজ পাওয়া যায় না। একে কালের অমোঘ নিয়ম বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া বোধ হয় পথ নেই। ক্ষুদ্র জীব মানুষের প্রচেষ্টায় আর কষ্ট কতটুকু হয়। আমাদের টাটকা অভিজ্ঞতা হল যে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় গঙ্গা পরিশোধনের জন্য। আর টাকা যত খরচা হয় গঙ্গার প্রদূষণ ততই বাড়ে। একেই বলে বোধহয় প্রকৃতির মার। কিন্তু প্রচেষ্টার খামতি নেই কোথাও। আবার নব উদ্যোমে শুরু হয়েছে নমামি গঙ্গে প্রকল্প। হবে এই আশায় তো মানুষ বাঁচে। মানুষের বাঁচার আর একটা বিশ্বাস হল কবির বাণী—‘‘তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো কভু’’ (নজরুল) শান্ত্বনা এই যে ‘‘রাতের সকল তারাই আছে দিনের আলের গভীরে’’ (রবীন্দ্রনাথ) বিজ্ঞানীরা অভয় বাণী দিয়েছে এই বলে যে পদার্থের ক্ষয় নেই রূপান্তর হয় মাত্র। ফলে পরিবর্তনই এই জগতের সচল ধর্ম। আমরা সেই জগতের অধিপতি নই অধিবাসী মাত্র। তাই জগতের নিয়মের উলঙ্ঘন নিশ্চয়ই অসমীচীন এবং অসাধ্য বটে। তাই প্রকৃতির মতো মানুষের সমাজে নিয়ম নীতিতে, মননে, মূল্যবোধে চলেছে পরিবর্তনের ফল্গু স্রোত। সেই জন্যই ঘটমান পরিবর্তনকে ততটা বোঝা যায় না। অনেকটা পথ চলার পর পিছন ফিরে তাকালে বোঝা যায় পরিবর্তন কতটা হয়েছে। সেটা কাঙ্খিত পথে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর।

মধুক্ষরা প্রকৃতির পরিবর্তন যেমন চোখে পড়ছে তেমনি সমাজে বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনটাও বড্ড বেশি মর্মপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে। প্রাক স্বাধীনতা যুগের একটা ঘটনার কথা বলি। তখন দেশবন্ধুর ডাকে বাংলার

ছাত্রযুব সমাজ উত্তাল। সুভাষচন্দ্র আইসিএস পাশ করে এসে দেশ সেবার ক্ষেত্রে দেশবন্ধুকে গুরুপদে বরণ করেছে। সেই রকম সময়ে একদিন দেশবন্ধু, নেতাজি আর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র গিয়েছেন শিয়ালদার বৈঠকখানা বাজারে এক ব্যক্তির কাছে দশ টাকা চাঁদা কালেকশান করতে। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখার করার জন্য ৩০–৪৫ মিনিট কেটে গেল। তবু তাঁর দেখা নেই। এক ঘন্টা কেটে গেল শরৎচন্দ্র অধৈর্য্য হয়ে একসময় বলে উঠলেন এই দেশের মানুষ। আর এদের সেবা করার জন্য আপনি ব্রত গ্রহণ করেছেন? দেশবন্ধু শান্ত স্বরে বললেন শরৎবাবু সেবা যদি করতে হয় এদেরই তো করা উচিৎ কারণ এরা এখনও কত অজ্ঞ। তৎকালীন

যুগে দেশ সেবা রাজনীতি মানে ছিল। নিদারুণ কষ্ট সহ্য করা। ইংরেজদের শাসনের বিরোধিতা মানে হয় কারাবাস নয় তো জীবননাশ (ফাঁসি)। অনিশ্চিত জীবন। সেই রাজনীতির অঙ্গন একটু একটু করে পরিবর্তন হতে হতে আজকে যে অবস্থায় এসেছে তা দেখে মনে হয় প্রকৃতির আশীর্বাদ মধু হয়ে দশদিক থেকে ঝরে পড়ছে। রাজনীতির আকাশে মধু, রাজনীতির বাতাসে বধু, রাজনীতির জলে মধু যেদিকে চোখ মেলবে সেই দিক থেকেই মধুক্ষরণ অনিবার্য। অবশ্য মধু কিছু প্রকার ভেদ ঘটেছে ইংরাজিতে বললে ‘হানি’ এখন ‘মানি’ হয়ে রাজনীতির অঙ্গনে অকাতরে বর্ষিত হচ্ছে।

কোনও অদৃশ্য উৎস থেকে মানিরূপী হানি ঝড়ে পড়ে তা হয় তো আমজনতা সব সময় জানতে পারে না কিন্তু মধু যে আছে তা রাজনীতির মক্ষিকাকুলের আচার আচরণ থেকে বোঝা যায়। পূর্বের বহু ঘটনার সাথে বর্তমানে পৌর নির্বাচনের প্রার্থী হবার জন্য রাজ্য বিজেপির দফতরে যা হুলুসথুলুস কাণ্ড ঘটল তা দেখে বঙ্গবাসীর মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে মধু না থাকলে এতে মৌমাছি ভনভন তো করার কথা নয়। মাছি তাড়াতে শেষ পর্যন্ত লগুড়াঘাত করতে হল।

এর আগে ঘটনাচক্রে জেনেছি যে কংগ্রেস তৃণমূল বিজেপি প্রভৃতি দলের এমএল এমপি পদ প্রার্থী হলে পার্টি থেকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা পাওয়া যায়। সেই টাকা রাজ্য সভাপতি বিতরণ করেন। সেখানে একটা কমিশন কেটে দেওয়া হয়। আবার যার সুপারিশে যে কর্মীটি প্রার্থী পদ পেল সেই নেতারও কিছু ভাগ থাকে আর যিনি প্রার্থী পদ পেলেন তিনি তো নামে বেনামে বৈধ–অবৈধ সবরকম ব্যবসায়ীর থেকে দেশ সেবার প্রণামী বাবদ মোটা টাকা তোলেন। নির্বাচিত হলে তো আর কথাই নেই। এমএলএ, এমপি ল্যাডের টাকার উন্নয়নের ছাড় পত্রের বিনিময়ে দেশ না হোক দেশসেবার জন্য কিছু খয়রাতি তো করতেই হয় বরাত প্রাপ্ত কনট্রাকটরদের। তার দল যে টাকা দেয় তা কিন্তু আপনার আমার করের টাকা নয় এটা খেয়াল রাখা প্রয়োজন। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোকে কোটি কোটি টাকা দেবার জন্য ‘ত্রিনেত্র’র মতো ভুয়ো কোম্পানি বা আধুনিক গৌরী সেন দের সংখ্যা দেশে কম নেই। যারা দিল্লির নির্বাচনে কেজরিয়ালকে কোটি কোটি টাকা দেয় যারা নির্বাচন প্রচারে জন্য মোদিকে মাসাধিক কাল ধরে হেলিকপ্টারের ভাড়া জুগিয়ে যায়।

বর্তমানে রাজনীতির অঙ্গনে শাসকদলের রমরমা তো আছেই। তারমানে এই নয় যে যারা ক্ষমতায় নেই তাদের মুখে মধু ঝরে না। গ্রামে গঞ্জের রাস্তায় একটা ইট সরে গেলে সেই জায়গায় বসিয়ে দেবার একটা লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। আর দেশ সেবার নামে ওয়ার্ডে বা পঞ্চায়েতে দাঁড়াবর জন্য একটা টিকিটের জন্য মারামারি। যে শুধু মধু ভান্ডের জন্য তা আর বুঝতে বাকি নেই কারোর। যে টুকু বাকি ছিল তাও বুঝিয়ে দিল এই পুর নির্বাচনে মালা রায় আর নির্বেদ রায় মমতার কথায় নির্বোধ। কাল পর্যন্ত যে দলকে গালাগাল দিয়েছে যাতের কোনও নীতি আদর্শ নেই বলে টেলিভিশনের বাইটে দেশের জনগণকে শত মুখে বুঝিয়েছে সেই মালা মধুর লোভে তৃণমূলে ভিড়ল। নির্বেদকে পাশে নিয়ে ফর্ম ভরল। আদর্শ নীতি সব হাওয়ায় উবে গেল। আবার গণতন্ত্রের বুলি মুখে শাসক দল এলাকার মৌচাকের দখলদারীর জন্য বিরোধী দলের প্রার্থীদের ভয় দেখিয়ে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করছে। গণতন্ত্র রক্ষিত হচ্ছে না পদদলিত হচ্ছে মধু মদে মত্ত হস্তীদের সে খেয়ালই নেই। দেশ সেবার অধিকার কায়েম করবার জন্য বিরোধীদের হুমকি, বাড়ি ভাঙচুর এমনকি খুন খারাবি করতেও পিছপা নয়। আর আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা দেশসেবক পেয়েছি। কে ভাল কে মন্দ সে বিচারের ভার বোধহয় আর জনগণের হাতে নেই। কারণ মধু লোভীদের হুলের বিষের জ্বালা যাদের জানা আছে তারা তাদের কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতেই শ্রেয় মনে করেন। তাই দেখব আসন্ন পুর নির্বাচনে আবার সেই সব নীতিহীন আদর্শহীন ক্ষমতালোভী বাহুবলীরাই জয়ী হয়ে এলাকা দাপাবে আমরা স্রেফ দূরত্বে থেকেই জীবন জীবিকা বাঁচাতেই ব্যস্ত থাকব। কবি এবং বিজ্ঞানীদের বাণীকে চরম সত্য মেনে জানব অন্যায় সহ্য করাও বোধ হয় পরিবর্তনের নবতম ধারা।

# বোসপাড়া বীরশিবপুর গ্রামে রামকৃষ্ণ আবির্ভাবের রজত জয়ন্তী উদযাপন

**দীপা কর্মকার**

তিনি সাধক, তিনি ক্ষ্যাপা, আবার অনেকের কাছে ভগবানের স্বরূপ যুগ যুগ ধরে ভক্তিমার্গে হেঁটে মানুষের মধ্যে অনন্ত প্রেম-ভালোবাসা

ছড়িয়ে দিয়েছেন অবলীলায়। তারই আবির্ভাবে রজত জয়ন্তী উৎসব আয়োজিত হল কলকাতা থেকে ৭৫ কি.মি দূরে হাওড়া জেলার বোসপাড়ার অন্তর্গত বীরশিবপুর গ্রামে। এই মহোৎসব চলে টানা দু'দিন ব্যাপি যথা ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল (বাংলা ২০ ও ২১ শে চৈত্র ১৪২১) শনি ও রবিবার। মূল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির।

ঊষালগ্নে আয়োজিত মঙ্গলারতির মধ্য দিয়ে এই উৎসবের শুভারম্ভ ঘটে। এরপর শ্রী রামকৃষ্ণ লীলায়ণ গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের পুঁথিপাঠ হয়। সকাল ১০টা নাগাদ জগজ্জননী শ্রীশ্রী সারদা মায়ের ভাবাদর্শে একটি মাতৃসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মাননীয় অতিথিবৃন্দ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন—ত্রৈমাসিক আধ্যাত্মিক সাহিত্য পত্রিকা 'যুগপরোধা মঙ্গলজ্যোতি'র সম্পাদক ও অধ্যাপক তীর্থনাথ সরকার, পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম থেকে আগত পূজনীয়া প্রব্রাজিকা ধৃতিমাতাজী ও দেবমাতাজী, প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর ইনচার্জ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীয় শ্রী অরবিন্দ আচার্য্য, কবি ও সাহিত্যিক যতীন্দ্রনাথ সরকার ও বিশিষ্টসঙ্গীত শিল্পী শ্রীভগবান দত্ত প্রথমে ধৃতিমাতাজী নিজ হস্তে মন্ডপে উপবিষ্ট হয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। উপস্থিত সম্মানীয় অতিথিদের একে একে বরণ করে নেওয়া হয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক তীর্থনাথ বাবু নিজের বক্তব্য পেশ করেন। এরপর তিনটি সুমধুর গান উপহার দেন সুকণ্ঠী রত্না সরকার। পূজনীয় ধৃতিমাতাজী বর্তমান সমাজে মেয়েদের চিন্তাধারা, পোষাক ও আচার-ব্যবহার কতটা অবক্ষয়প্রাপ্ত ও পতনের মূলে তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান যে একটা মেয়ের সর্বনাশের পিছনে একটা মেয়েই অনেকাংশে দায়ী।

সভায় অরিন্দমবাবু জানান যে নারী-শিশু পাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি সুন্দরবনের বিভিন্ন ধানায় ওসি থাকাকালীন বহু মহিলাদের পাচারচক্র থেকে উদ্ধার করে এনে তাদের সমাজের মূল স্রোতে সসম্মানে ও সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছেন। এই গুরুতর অপরাধকে কড়া হাতে রুখতে তিনি কয়েক বছর আগে চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে স্বাধীনভাবে প্রচার কাজে নেমেছেন ও তিনি গঠন করেছেন একটি নারীপাচার প্রতিরোধ বিষয়ক একটি সংগঠন। তিনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ১০৯৮ ডায়াল নং-এর কথা তুলে ধরেন। এটি একটি মহিলা হেল্পলাইন, শুধু কলকাতা নয় ভারতের যে কোনও প্রান্তে যখনই কোনও মেয়ে বিপদের সম্মুখীন হবে, তক্ষুটি এই ১০৯৮ নং ডায়াল করলেই তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে। নম্বরটি তিনি উপস্থিত সকল মহিলাদের মাথায় ও খাতায় লিখে রাখতে অনুরোধ করলেন। যদি ভুলেও যান মনে পড়ার আরও সহজ উপায় তিনি বলে দেন। ১০৯৮ সংখ্যাটিকে উল্টে ৮৯১০ করে মনে রাখলেই ১০৯৮ এই হেল্পলাইন নম্বরটি মনে পড়ে যাবে চট করে।

সকল গুণীজনের বক্তব্যের পর তৃপ্তি বসু আরও কয়েকজন শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন। সবশেষে ব্যবস্থাপক সম্পাদক ও রামকৃষ্ণ মন্দিরের একনিষ্ঠ সেবক ডঃ আলোক কুমার হাজরা উপস্থিত সকল অতিথিদের ও আশ্রমে আগত সকল ভক্তদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রসাদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। গোটা অনুষ্ঠানকে সুদক্ষ ও নিখুঁতভাবে সঞ্চালনার জন্য শিপ্রা হাজরাকে সকলে প্রশংসা ও সাধুবাদ জানান। তবে যেটা না বললে অনেকটাই বলা হয় না তা হল সবার অলক্ষ্যে থেকে এই গোটা অনুষ্ঠানকে যিনি দক্ষতার সাথে সুসম্পন্ন ও পরিচালনা করেন তিনি হলেন আশ্রমের সম্পাদক গৌতম মণ্ডল মহাশয়।

# চাতকের তৃষ্ণা মেটালো জলের ব্যবস্থা

**মেহেবুব গাজী**

দীর্ঘদিনের কষ্টের অবসান মিটল ডায়মন্ড হারবার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। দীর্ঘদিন ধরে এই ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা গভীর নলকূপের জলের কষ্টে ভুগছিল ওয়ার্ডবাসীরা। পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের ওপরই নির্ভর করে থাকতে হতে। জলের সমস্যা ছিল বহুদিন ধরে। অবশেষে ডায়মন্ডহারবার পুরসভার চেয়ারপার্সন মীরা হালদার এই ওয়ার্ডে একটি পাম্পহাউস-র তৈরি করেন এদিন পাম্পহাউসের উদ্বোধন করেন বিধায়ক দীপককুমার হালদার, উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর পীযূষকান্তি বারিক, কাউন্সিলর উমানাথ মল্লিক, ১ নং ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি উমাপদ পুরকাইত ও সর্বোপরি ৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পুতুল চন্দ্র হালদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এদিন ওয়ার্ডের গুণিজন ব্যক্তিবর্গের সম্বর্ধনা করা হয়। প্রায় ২২ লক্ষ টাকার ব্যায়ে এই পাম্প সেট তৈরি হয়। দিনে ৩ বার করে জল দেওয়া হবে। এদিন বিধায়ক দীপক হালদার বলেন এই ওয়ার্ডে ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। বর্তমানে এখন তার অনেকটা উন্নত হয়েছে। বহু জায়গায় কালভার্ট তৈরি করা হয়েছে। কাউন্সিলার পীযূষ কান্তি বারিক বলেন, ''পুতুল বাবু প্রায় সময় এলাকার সমস্যা নিয়ে পুরসভার আসতেন এবং সাধ্যমত আদায় করে ওয়ার্ডের জন্য কাজ করতেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য তিনি সব জায়গায় ছুটে যেতেন।'' মূলত এই ওয়ার্ডের মণ্ডল পাড়া, দলুইপাড়া,

পিরিজপুর প্রভৃতি এলাকা গুলো জলকষ্টে ভুগত। এখন সেটা সমাধান হয়েছে। ওয়ার্ডের গৌরি মণ্ডল নামে এক মহিলা জানান, যে প্রায় সময় নলকূপের জল খুব ধীর গতিতে আসত অনেক সময় জল পেত না। বারবার তারা পুতুলবাবুর দ্বারস্থ হয়েছে। আর এক মহিলা অঞ্জলী সাউ, বাণী কর্মকার বলেন যে আমরা প্রায় সময় পুরসভায় বলতাম, জল পাই না পুতুলবাবুকে লিখিত ভাবে বহুভাবে জানান হয়েছে, সুরাহা হয়নি কোনও, তবে বর্তমান এখন পাম্প হাউস হওয়ায় আমরা ওয়ার্ডবাসীরা খুব আনন্দিত। ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পুতুল চন্দ্র হালদার বলেন, যে ওয়ার্ডের মহিলারা পুরুষরা বহুবার আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছে। তারপর আমি সিদ্ধান্ত নিই একটি পাম্প হাউসের বসানোর জন্য, তবে জায়গার সমস্যা ছিল। বহুদিন লেগে গেছে জায়গা পাওয়ার জন্য অবশেষে মণ্ডল পাড়ায় জায়গা মিলতে আমি চেয়ার পার্সনকে জানাই ও পরে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে এই পাম্প হাউস বসানো হয়। বর্তমানে আমি ও আমার ওয়ার্ডবাসী সবাই খুশি এখন সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমানে জল পাওয়া যাচ্ছে আগামী দিনে আরও উন্নয়নের কাজ হবে এলাকায়।

# ত্রুটিপূর্ণ পুর আইনে ভোট প্রচারে প্রার্থীরা বেপরোয়া

**প্রথম পাতার পর**

আইন লঙ্ঘিত হলে আইনের শাস্তির বিধানও আছে। কিন্তু মূলত প্রচারের অভাবে জনমানসে এ নিয়ে এখনও তেমন সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। আর সেজন্যই কলকাতায় বাড়ির মালিকের থেকে লিখিত 'আপত্তি না থাকা' ('নো অবজেকনশন সার্টিফিকেট' সংক্ষেপে এনওসি) নেওয়ার ঘটনা একেবারেই বিরল। এ শহরে বরং কেবলমাত্র একটি মৌখিক সম্মতির চলই কায়দা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে না। অন্যদিকে, আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শহর পরিক্রমায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে : বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বেশ কয়েকজন প্রার্থী দেওয়াল লিখন বাংলাার ভোট রাজনীতির একটা অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও দৃষ্টিদূষণ, দৃশ্যদূষণ, সৌন্দর্যায়ন লঙ্ঘন, বানান দূষণ, সম্মানহানির কথা ভেবেই ভোটের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও দেওয়াল লিখন পছন্দ করেন না। তাঁরা মূলত প্রগতিশীল মানসিকতায় বিশ্বাসী আর তাঁরা সৌন্দর্যায়নের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। যেমন : ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলী পুর প্রতিনিধি দ্বিতীয়বারে পুর প্রার্থী অমল চক্রবর্তীর বক্তব্য, মানুষ দেওয়াল লিখন পছন্দ করেন না। তাই দেওয়াল লিখিনি। কলকাতা পুর নিগমের বিদায়ী পুরবোর্ডের মেয়র পারিষদ ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের দ্বিতীয় বারের ভোট প্রার্থী পার্থপ্রতিম হাজারির বক্তব্য, আমি দেওয়াল লিখন অপছন্দ করি। দেওয়াল লিখন ভোটের একটা অঙ্গ হলে কী বা নিজের অস্তিত্ব বোঝানো কী। ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের ১৫ বছরের পুর প্রতিনিধি প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সঞ্চিতা মন্ডল গত তিন বারের পুরভোটে দেওয়াল লেখেননি। এবার দেওয়াল লিখছেন না। ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি দ্বিতীয়বারের তৃণমূলী পুর প্রার্থী জুঁই বিশ্বাস দেওয়াল লেখেন না। ৮৫ নম্বর ওয়ার্ডের ১৫ বছরের পুর প্রতিনিধি বিদায়ী পুরবোর্ডের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারও দেওয়াল লিখনকে ঘোর অপছন্দ করেন। ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডের ২০ বছরের পুর প্রতিনিধি প্রাক্তন মেয়র পারিষদ মালা রায়ের বক্তব্য,আমি দেওয়াল লিখি না দু'দশক পূর্বে থেকে। উল্টোদিকে, আবার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের ২০ বছরের পুর প্রতিনিধি চার নম্বর বোরো কমিটির দীর্ঘদিনের সভাপতি স্মিতা বক্সির বক্তব্য, আমি দীর্ঘ ২০ বছরের পুর প্রতিনিধি। বরাবরই আমি শপথ নেওয়ার পর ওয়ার্ডের দেওয়াল লিখন থেকে পোস্টার, ফেস্টুন, হোর্ডিং, দলীয় পতাকা ইত্যাদি মোছা ও খোলার কাজে হাত দিই। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। আবার, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের শিখা সাহা,৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের রতন মালাকার প্রত্যেকের বক্তব্য, আমার ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখনের সংখ্যা আর পাঁচটা ওয়ার্ডের চেয়ে অনেকটাই বেশি।

এদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি দ্বিতীয়বারের ভোট প্রার্থী প্রকাশ উপাধ্যায়ের বক্তব্য, দেওয়াল লিখনে অপছন্দ রয়েছে, তাই লিখিনা। জাতীয় কংগ্রেসের ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডের ত্রিশের কোটার নবীন প্রার্থী মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, দেওয়াল লিখছি না। মানুষের অসুবিধা হয়, এমন কোনও কাজ করি না, করব না। আর ভারতীয় জনতা পার্টির (বি জে পি) অধিকাংশ প্রার্থীরাই স্বচ্ছ ভারতের আহ্বানে বিশ্বাস রাখেন বলেই দেওয়াল লিখনের বিরোধী।মানুষ পছন্দ করে না। যেমন : ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী স্বপন চক্রবর্তী, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী অনিন্দিতা সাহা, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মানস সরখেল, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সঙ্গীতা চৌধুরি, ৭৫ নম্বর ওয়ার্ডের শেখ সিরাজুল ইসলাম ( বাবলু করিম), ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডের শুক্লা মজুমদার, ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রতন বিশ্বাস বা ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডের বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এবার শেষ পর্বে, কলকাতা পুর ভোট ১৮ এপ্রিল আর ফল প্রকাশ দীর্ঘ দশ দিন বাদে ২৮ এপ্রিল সকাল ১১টার পর থেকে ফলাফল জানা শুরু হবে। আর তৃণমূলের ছ'নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী সুমন সিংহ, ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের সঞ্চিতা মণ্ডল; সিপিআই(এম)-এর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী সলিল চট্টোপাধ্যায়, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সুধাংশু শীল, ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের সমীর চক্রবর্তী, ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের মধুছন্দা দেব; বি জে পি-র ১২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী তাপসী সরকার, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী জানকী সিংহ বা ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রতন বিশ্বাসদের আবার বক্তব্য, ফল প্রকাশ পর্যন্ত ব্যানার, হোর্ডিং, ফ্লেক্স, দলীয় ঝান্ডাগুলি থাকবে। ফল প্রকাশের দু'-চারদিন বাদে ওয়ার্ড পরিষ্কারের কাজে দলীয় কর্মীরা হাত লাগাবে অর্থাৎ বিষয়টা পরিষ্কার হচ্ছে যে, ভোটের পূর্বের ১৫ দিন আর ভোটের পরের ১৫ দিন মোট এক মাস এ শহরবাসী দৃশ্যদূষণ, দৃষ্টিদূষণ, বানানদূষণ সমস্ত পরিবেশ দূষণ উপভোগ করুক।


## TENDER NOTICE NO. 1/BOAT/2015–16

Tender for hiring of patrolling boat for deployment in the of 24–Parganas (South) Division during the year 2015–16

Sealed Tenders are invited from bonafide owners of 1/2/3/4 cylinder boats having valid PAN and VAT clearance for performing patrolling duty over forests of Divisional Forest Officer, 24 Parganas (South) Division on daily hiring basis excluding fuel. Fuel will be allotted as per existing Government order on hiring basis.

1. Date of submission of application : from 16.04.2015 to 28.04.2015 during office hour.
2. Issue of Tender Papers : from 16.04.2015 to 28.04.2015 during office hours.
3. Last date of submission of Tender Papers : 29.04.2015 within 3.00 p.m.
4. Date of opening of Tender papers : On 29.02.2015 after 4.00 p.m.

Sd/-
Divisional Forest Officer
24-Parganas (South) Division

67/2/9.4.15

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট এলাকায় রায়তগণকে জানানো যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষিত ''নিজ গৃহ নিজ ভূমি'' প্রকল্প রূপায়ণের প্রয়োজনে বাস্তু তৈরির জন্য উপযুক্ত জমি বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী সরকার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। সর্বপ্রকার বিবাদমুক্ত ও নিজ দখলে থাকা বিক্রয়ে আগ্রহী জমির মালিকদের সংশ্লিষ্ট সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। আগ্রহী ব্যক্তি এপ্রিল ২১, ২০১৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জমির নিজ নামের দলিল ও পর্চার প্রতিলিপি সংযুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের নিকট দরখাস্ত জমা দিবেন।

### সংশ্লিষ্ট এলাকা

ব্লক – ক্যানিং ২
মৌজা – মৌখালী কুমারখালী
জে. এল. নং – ৬০
প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ – ৩.২০ একর

অতিরিক্ত জেলা শাসক ও
জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

৩৮০(২)?/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/৭.৪.১৫

## TENDER NOTICE NO.2/Tiger feed/2015–16

Tender for regarding supply of tiger feed in Sunderban Wild Animal Park, Jharkhali under Matia Range during the year 2015–16

Sealed Tenders are invited from bonafide supplier of regarding supply of tiger feed in Sunderban Wild Animal Park, Jharkhali under Matla Range.

1. Date of submission of application : from 16.04.2015 to 28.04.2015 during office hour.
2. Issue of Tender papers : from 16.04.2015 to 28.04.2015 during office hours
3. Last date of submission of Tender Papers : 29.04.2015 within 3:00 p.m.
4. Date of opening of Tender papers : On 29.02.2015 after 4:00 p.m

Sd/-
Divisional Forest Officer
24-Parganas (South) Division &
Ex-Officio, Director
Sunderban Wild Animal Park

68/2/9.4.15

এত দ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, এনআইটি নং 28/Kul/S24 Pgs/2015, 29/Kul/S24 Pgs/2015, 30/Kul/S24 Pgs/2015, 31/Kul/S24 Pgs/2015 তাং- ০৮/০৪/২০১৫-তে ৪টি ইটের রাস্তা, নির্মাণ করার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

মেমো নং 28/Kul/S24 Pgs/2015 (ই-টেন্ডার) এর জন্য ২৩/০৪/২০১৫ তারিখ বেলা ৫.০০টা পর্যন্ত কাজের দিনে শেষ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে এবং বাকী সব মেমো নং এর জন্য ২২/০৪/২০১৫ বেলা ৪.০০টা পর্যন্ত শেষ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে কুলতলী নির্বাহী আধিকারিকের করণে যোগাযোগ করুন। ই-টেন্ডার-এর জন্য wbtenders.gov.in-এ যোগাযোগ করুন

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
জামতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

# নব আনন্দে জাগো

**অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাংবাদিক জাদুকর)**

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, ১লা বৈশাখ আসছে। আর তখনই মন চলে গেলো ছেলেবেলার আঙিনায়... শুনতে পেলাম বাইরে চৈত্রের দুপুরে হঠাৎ ওঠা দমকা হাওয়ার হুটোপুটি; দূর থেকে ভেসে এলো সেই ধ্বনি, ''বাবা তা–র–ক না–থে–র চরণে...''। তারপর পৌঁছে গেলাম ভবানীপুরের পদ্মপুকুরে চড়কের মেলায়। দিদিদের হাত ধরে মেলা ঘোরাফেরা। ওখানেই প্রথম শুনি সেই মুসলমান ফেরিওয়ালাটির হাতে মাটির তৈরি ছোট্ট বেহালায় অসাধারণ গানের সুর। দিদিদের কাছে খুব বায়না ধরেছিলাম আমারও ওই বেহালা চাই। দিদিরা কিনে দিয়েছিল। তারপর বাড়ি ফিরে সেই মাটি বেহালায় কর্কশ সুর বাজাতে লাগলাম আর তারপরই হাত থেকে সেটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে সব হয়ে গেলো 'মাটি'। আবার ওই মেলা থেকেই কিনেছিলাম আমার প্রথম 'ম্যাজিক' জাদুকর দোকানদার ১টি খেলার তাসকে চোখের পলকে দেশলাই বাক্স করে দিলেন। তারপর বাক্সটা খুলে দেখালেন খালি পর মুহূর্তেই বাক্স ভরে গেলো বিড়িতে, বিড়ি হয়ে গেলো আবার সিগারেট, শেষে হয়ে গেলো দেশলাই কাঠি! খেলাটা কিনে কত কসরৎ করলাম বাড়িতে। কিন্তু কোনও দিনই জাদুকর দোকানদারটির মতো খেলাটা দেখাতে পারিনি— সে দুঃখ আজও বহন করছি মনে...তারপর ১লা বৈশাখের বিকাল। 'বৌমা'–র হাত ধরে (আমার সৎ মা, যিনি আমার প্রয়াতা নিজের মার থেকে কোনও দিনই আমাকে কম ভালবাসতেন না) হাত ধরে দোকানে দোকানে ঘোরা। প্রথমে মেয়েদের জামা কাপড়ের দোকান সেখানে আমাদেরকে দোকানদার খুব খাতির করতেন। প্রথমেই হাতে ধরিয়ে দিতেন সরবতের গ্লাস। বেরুবার সময়ে দিতেন দুটো ছোটো ছোটো মিস্টির প্যাকেট, ২টো ক্যালেন্ডার আর তাঁর মুখে থাকতো হাসি (নিজেকে তখন মনে হত বেশ বড় হয়ে গেছি!) তারপর দোকানে দোকানে ঘোরা, সরবত খাওয়া আর ক্যালেন্ডারগুলো বগলদাবা করে এগিয়ে যাওয়া সব শেষে ঢুকলাম তৎকালীন ভবানীপুরের সবচেয়ে বড় গহনার দোকানে। এ নয় যে সারাবছর ওই দোকান থেকে আমার 'বৌমা' গয়না কিনতেন—আসলে দোকানের মালিক আমার বাবাকে খুব ভাল চিনতেন। যিনি ছিলেন এক বিরাট সরকারি চাকুরে, সেই সুবাদেই ওই খাতির। আমাদের দুজনকেই দেওয়া হত দুটো বড় সাইজের মিস্টির প্যাকেট। খুব বড় গ্লাসে সরবৎ।

অবশ্যই ক্যালেন্ডার... এরপর বাড়ি ফেরা— মনে হত বিশ্বজয় করে ফিরলাম... আজ ৭৫ বছরে পা দিয়েও আমি নববর্ষের প্রতীক্ষায় থাকি! আশা রাখি, নতুন বছরে আমার সহধর্মিনী যিনি একজন দক্ষ জাদুশিল্পী, আর আমার প্রিয় ছাত্র–ছাত্রীরা (যাঁরা আজ সবাই দক্ষ জাদুশিল্পী) সবাই সারা বছর ধরে অনেক জাদু প্রদর্শনীর আমন্ত্রণ পাবেন, আমিও ওঁদের সাথে মঞ্চে নামব আর এইভাবেই 'নব আনন্দে' মেতে ওঠার সুযোগ করে দেবো। এক ৭৫–এ পা দেওয়া 'শিশুকে'......

# হুতোম–এর চোখে চৈত্র–বৈশাখ

**সুকুমার মণ্ডল**

চত্তির আর বৈশাখ মাসের চরিত্তির হুবহু এক, যেন দুটি ভাই জগাই মাধাই । চত্তি মাস পড়লেই দেকেচি যতেক বাঙালির মনে কি যেন আকুলি–বিকুলি শুরু হয়ে যায়, বচ্ছর–টা এইবার ফুস্ করে ফুরিয়ে যাবে, হৈ হৈ করে বৈশাখ মাস এসে পড়ল বলে! চত্তিরে যত হই চই, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ডাঁই ডাঁই কাপড়–চোপড়, জুতো থেকে শুরু করে হরেক মাল বিক্কিরি চলছে। রোদের তাপে সবার দদ্দর কোরে ঘাম বেরুচ্চে, মা–লক্ষ্মীদের গৌর বন্ন লালচে হয়ে গেচে, তবু দোকানে দোকানে, দোকানের সিঁড়িতে, ফুটপাতে গুঁতোগুঁতি । কে কার পা মাড়িয়ে দিলো, কে যে কার বেছে রাখা শাড়িটা টপাং করে তুলে নিলো তাই নিয়ে ঝগড়া, লাঠালাঠি ... । সব কটা মাতা তেতে আগুন হয়ে রয়েচে যে ।

চত্তি মাসে লোকে শুধু মাতা–ই গরম করে না মশাই। এক ছোকরা কবি বল্লে, জেনে রাখুন এটা বসন্ত ঋতুর মধু মাস। এ সময় বাতাসে প্রেমের গন্ধ ভাসে। মনে নেশা ধরানোর মাস। নেশা বলে নেশা। সংসারে পোড় খাওয়া এক মা–লক্ষ্মী কোনরকম ভনিতা না করে সোজা বলে দিলেন, ওসব বসন্ত–ফসন্ত বুঝিনা বাপু, আমি মুখিয়ে থাকি চৈত্রে–র জন্য।

কি যে বলেন! চত্তি মাসে তো গাজন আর নীলের পুজো ছাড়া আর তেমন কিছু বড় উৎসব নেই।

গাজন নিয়ে মাথা ঘামাতে বয়ে গেছে আমার, চৈত্র মাসে দোকানে দোকানে সেল দেয়, সে খবর রাখেন? দুনিয়ার কাপড়–চোপড়–বিছানার চাদর–জুতো–চপ্পল সস্তায় বিকোয় । ডাঁই ডাঁই সেই মালপত্তর ঘেঁটে নতুন বছরের জন্য ভালো ভালো জিনিষ বেছেবুছে কেনা কম ঝক্কির নাকি, সবাই পারে না!

পয়লা বোশেখে নতুন কাপড় গায়ে না চড়ালে সারা বচ্ছর টুঁ টুঁ – এমন বিশ্বেস সেকালেও ছিল, আজো আচে দেকচি। মা–লক্ষ্মীরা এই একটা ব্যাপারে ঐতিহ্যের ধারা–কে টেনে রেকেচেন। সেকালে বাড়ির হদ্দমুদ্দ কত্তামশাই ফর্দ করে নিয়ে গিয়ে ঝাঁকা মুটের মাতায় চাপিয়ে সওদা নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। তারপর গিন্নীর হাতে নকশা ঝালর–লাগানো হাত–পাখার হাওয়া খেতে খেতে বেলের পানা–ভর্তি ইয়া–বড় কাঁসার গেলাসে চুমুক দিতেন। আজকাল ব্যাটাছেলেদের ওসব ঝক্কির কাজ কত্তে হয় না। তেনারা নাকি কেনাকাটা কত্তে গেলেই ঠকে আসেন, তার ওপর পছন্দের কি ছিরি, ম্যা গো! কত সাধ করে হাতিবাগানের ফুটপাথ চষে, হরিপদ (মাপ কর্বেন, বেচারীর আসল নাম লেকা গ্যালো না, কারণ সে সরকারি আপিসের কেরাণী, তাবত কেরাণী–দের নাকি ঐ একটা নামই মানায়!)। তা সে যাই হোক, নতুন কাপড়ের মোড়ক খুলে গিন্নীর মুখে পুলকের বদলে কালবোশেখীর মেঘ ঘনালো। মুক বেঁকিয়ে গিন্নী বল্ল, এটা কি–ছিরির কাপড় শুনি! বলি চোক বুজিয়ে বাজার করো নাকি ... চোদ্দ বচ্ছর ধরে তো দেকচি, তোমার রুচি পছন্দ বলে কিছু নেই ...দুনিয়ার যতো বাজে জিনিসগুলোই তোমার পছন্দ হয় কেন বলতে পারো! ফোঁত করে একটা পেল্লায় শ্বাস ফেলে হরিপদ বলে ফেল্ল, ঠিক কতা বলেচো, আমার পছন্দ যে বেজায় খারাপ, সে কতা–টা বিয়ের পরে পরেই বুঝেছিলুম...। ব্যস্, এর পর তাথৈ তাথৈ নেত্য লেগে গ্যালো।

ঘুরে ঘুরে দেকছিলুম – হাতিবাগান থেকে গড়িয়াহাট, বেহালা থেকে শেয়ালদা। উরিব্বাপ্ ..কত্তো পাল্টে গ্যাচে শহর কলকেতা। কি সব ঝাঁ চকচকে রঙচঙা বড়ো বড়ো বাড়ি, দোকান – দেকলে চোক ট্যারা। ভেতরে ঢুকতে বুক দুরুদুরু করে, সড় সড় করে সাঁড়ি ওপরে উটে যাচ্চে। দোকানে ঢুকে কিচু না কিনলেও পয়সা লাগবে কিনা কে জানে! সদর দর্জায় দাঁড়ানো কেতাদুরস্ত দারোয়ান–কে গিয়ে শুধোলুম, হ্যাঁ ভাই, এখেনে চত্তি মাসের সেল চলচে বুঝি! আমাকে আপাদমস্তক জরিপ করে ভারি তাচ্ছিল্লের সঙ্গে সে বল্লে, এখানে সেল তো সারা বছর, শুধু চৈত্র কেন, পূজা সেল, দিওয়ালী সেল, উইন্টার সেল, ক্রিসমাস সেল, নিউ ইয়ার্স সেল, ভ্যালেন্টাইন ডে সেল, সামার কালেকশন সেল, মনসুন সেল, স্টক ক্লিয়ারেন্স সেল ... আর কত রকম চাই আপনার!

বাপরে বলো কি, তোমাদের এই দোতলা বাজারে বারো মাস সেল চলে!

আমি কিছু বেফাঁস বলে ফেলেচি নিশ্চয়ই, কেননা দারোয়ানটি গম্ভীর হয়ে বল্ল, এটা দোতলা বাড়ী নয়, পাঁচ তলা ...তাছাড়া এটা বাজার নয়, শপিং মল বুঝলেন! ..যান যান, একটু তফাতে যান তো, পেছনে কাস্টমার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

শপিং মল থেকে বেরিয়ে ফের ফুটপাথে, সেখানে তেম্নি চলছে হাঁকডাক, তেম্নি হাঁকপাক । মোদ্দা কতা বুঝলুম, চত্তি সেলের দুর্নিবার আকর্ষণী ক্ষমতা আচে, যা মা–লক্ষ্মীদের দোকান–মুকো করে দেয়। এখন সবকিচুতেই সেরা হবার লড়াই আকচার লেগে থাকে, সেরা বৌমা, সেরা শাশুড়ী, সেরা মা, সেরা বাবা ..। চৈত্রের সেলের সেরা দিদিমণি – মার্কা একটা প্রতিযোগিতা চালু করা যায় কিনা, টিভিওলাদের মাতায় ঢুকিয়ে দিলে কেমন হয়! নাঃ থাক্ ... যা দিনকাল চলচে, আইডিয়া–টাইডিয়া দুমদাম্ ফাঁস করতে নেই, ধাঁ করে চুরি হয়ে যেতে কতক্ষণ!

আর এত সব যুদ্ধ জয়ের পরে এসে পড়ে হাল খাতা। কালী–বাড়ী–তে রাত থাকতে লম্বা লাইন, এই ছবিটা ও শতাব্দীতেও দেকেছি, আজো দেকচি। নতুন বছরের ব্যবসা নির্বিঘ্নে, নিরুপদ্রবে যাতে কচি লাউডগার মত বেড়ে ওঠে তাই মায়ের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা। পয়লা বৈশাখের প্রথম কাজই হল আশীর্বাদ–সংগ্রহ। ছোটবেলা থেকে সেইরকম প্রথাই দেকে এসিচি। সকালে স্নান সেরে নতুন পোষাক পরে বাড়ির গুরুজনদের একধারসে প্রণাম করে ঝুড়ি ঝুড়ি আশীর্বাদ কুড়িয়ে নেওয়া। হালখাতার আরও মজা ছিল। দোকানে দোকানে হালখাতা সেরে বেশ রাত করে ঠাকুরদা ঝাড়নে বাঁধা একরাশ মিষ্টির বাক্সো–ঠোঙা এসব নিয়ে

বাড়ি ফির্তেন। কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে ভাইবোনেরা ঝকঝকে কাঁসার থালায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তুম, কে কত তাড়াতাড়ি কটা মণ্ডার দখল নিতে পারে, পরের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় কখনো! আজকাল হাল–খাতা কর্তে গেলে হাতে ঠাণ্ডা পানীয় ধরিয়ে দিচ্চে। মিষ্টি খেলে গায়ের রক্তে চিনি সেঁধিয়ে যায়, তাই মিষ্টি বাদ, তার বদলে চানাচুর–নিমকি–নোনতা এসব খান । হালখাতায় যদি মিষ্টি–ই না রইলো, তো থাকলো কি!

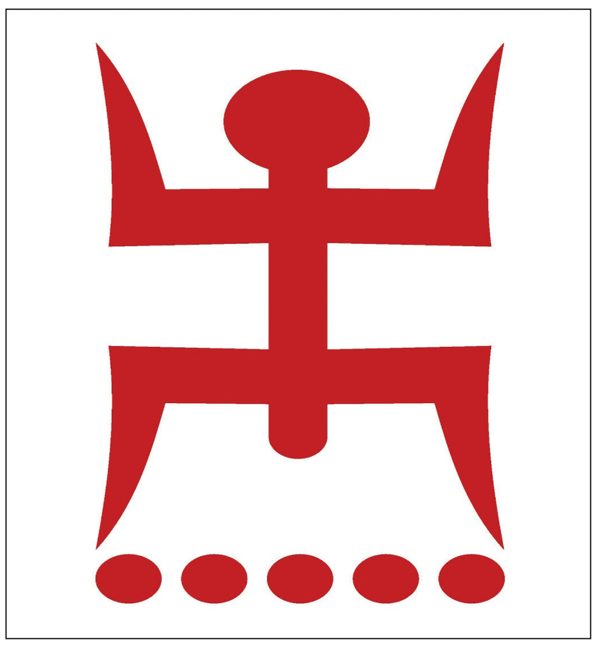

পয়লা বোশেখের দিনে জাঁকিয়ে খাওয়ার ধুম সেদিনও ছিল আজো আছে, কেবল কায়দা–টা একটু বদলেছে। আগে জেঠিমা কাকীমা ও মা–য়েরা ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে রান্নাঘরে যুদ্ধু বাঁধিয়ে দিতেন, সজনে–ডাঁটা–যুক্তি ফুলের চচ্চড়ি, মাছের মুড়ো দেওয়া ডাল, চিংড়ি–র মালাইকারী, পাকা রুই মাছের কালিয়া থেকে শুরু করে কচি পাঁঠার মাংস, আয়োজনের কোনও ত্রুটি হত না। আজকাল খাওয়া–দাওয়া আছে, তবে মা–লক্ষ্মীরা আর রান্নাঘরে গা–গতরে ব্যথা বাড়িয়ে হরেক পদ রাঁধতে নারাজ। তবে তাই বলে জিভ–জল–আনা বাঙালিয়ানা খাবার দাবার সোজা ঘরে আনা–র বন্দোবস্তে ক্রুটি রাকেন না, ফোন করে পছন্দের খাবার আনিয়ে নেন। পকেটের রেস্ত যায় যাক্, রেস্ট তো হয়!

ছোট বেলায় কাগজে ১লা বৈশাখ লেখা দেখে আমি ধরে নিয়েছিলাম বৈশাখ মাস বড় একলা। ঠাকুর্দা শুধরে দিয়ে বল্লেন, ওকি কতা, একলা বৈশাখ নয় রে বোকা, ওটা হল পয়লা বৈশাখ। গুরুজনের কথা অমান্যি অগেরাহ্যি করা নিষিদ্ধ ছিল সেকালে। তাই চুপচাপ ১লা কে পয়লা বলে মেনে নিয়েছিলুম, কিন্তু পরে যত বড় হতে লাগলুম, আমি দেকলুম নতুন বছরে বৈশাখ সত্যিই বড্ড একলা। পয়লা বৈশাখ চুকে যেতেই সব্বাই বেমালুম বৈশাখ–কে ভুলে যায়। বৈশাখ মাসের কদিন কেটে যাওয়ার পরে কাউকে জিজ্ঞেস করুন ভাই আজকের তারিক–টা কি, কতই বৈশাখ? দেকবেন সে তোতলাচ্ছে নয়তো বাংলা খবরের কাগজে তারিক–টা দেখে নিতে ব্যস্ত। তবু বৈশাখের আরো এক আকর্ষণ রয়েচে। আমার আমলে তো রবি ঠাকুর ছিলেন না, তাই পঁচিশে বৈশাখের মাতামাতিও ছিল না। গেল শতাব্দী থেকে রবিঠাকুরের কল্যাণে বাঙালিরা পেয়েছে এক নতুন উৎসব। রবি ঠাকুরের গানে গানে সক্কলে মাতোয়ারা। আমাদের সময়ে পয়লা বোশেখে পয়সাওলা বাবুরা অনেক সময় কবিয়াল, তর্জা, খেউড়–এর আসর বসাতেন। তাতে বড্ড আদি রসের ছিটে লেগে থাকতো। তার ওপর ছোটলোকে–দের প্রবেশ নিষেধ ছিল। বড়লোকের ফুর্তির আসরে শুধু মোসাহেবরা থাকবে, বাকীরা অনাহূত। এখন অন্ততঃ সেই ভেদ–টা উটে গ্যাচে। ছোট–বড়–মেয়ে–মদ্দ সব্বাই গাইছে, আবৃত্তি কর্ছে, নাচছে, এ্যাক্টো করছে...। আরও আশ্চর্যি, সেখানে কোথ্থাও মোটা দাগের ভাঁড়ামো নেই, কারুর গায়ে চিমটি কাটা নেই, শুনতে শুনতে মন–কেমন করে ওঠে। সত্যি বাপু, বেশ লাগে তোমাদের ওই রবীন্দ্র–জয়ন্তী উৎসব।

আজকাল কালবোশেখির দাপট অনেক কমেও গ্যাচে। শহরে গাছ কমে গ্যাচে, তাই ঝড়ে গাছ কম পড়ে। কিন্তু আজকাল কতায় কতায় লোকের মাতায় বাজ ভেঙে পড়চে। মেঘ ডেকে উটলেই বাজ পড়ে দু–চারজন করে লোক মর্ছে। বাজ তো আগেও পড়ত, কিন্তু প্রতিবারে এত প্রাণহানি হত কি! কি জানি বাপু, আমার মনে হয় প্রকৃতি খুব চটে আচে মানুষের ওপর। আগে প্রকৃতির রাগ কমানোর জন্যে পূজো–আচ্চা করার বিধান দিত পুরোহিতরা। এখন অন্য উপায়ের কতা ভাবার সময় হয়েচে।

বৈশাখ এলে আরও এক দৈন্য দশা বড্ডো চোকে পড়ে, সত্যি বলতে কি চোক করকর করে। কতা–টা হোলো বাংলা ক্যালেন্ডার নিয়ে। শিব–কালী–দুর্গা–রাধাকৃষ্ণ–লোকনাথ বাবা – মোটামুটি এর বাইরে বাংলা ক্যালেন্ডার বড়ো একটা সাহস দেকায় না। ওদিকে দেকুন, ইংরিজির বেলায় কতো চিত্তির, কত বাহার! এ ভারি অবিচার নয় তো কি! যেন বাংলা ক্যালেন্ডারের ছবির বিষয়ের আকাল পড়েচে। কেন বাংলার সাঁওতালি–ছৌ–বসন্তোসব–গম্ভীরা নাচ, বাংলার নদী–পাহাড়–সমুদ্র, পশু–পাখী কিংবা দর্শনীয় স্থাপত্য নিয়ে কি চোক–জুড়োনো বাংলা ক্যালেন্ডার তোয়ের করা কি এতই কঠিন!

# শান্তিনিকেতনে কোপাই নদীর তীরে

**দীপককুমার বড় পণ্ডা**

কোপাই নদীর তীরে একজন সাইকেল থেকে পড়ে যেন আছাড় গেলেন। উঁচু–নিচু নদীর পাড়তো। মাটি থেকে ওঁকে খাড়া করে তোলার জন্য এগিয়ে যাওয়ার আগেই উনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কাছে এসে হাসলেন। বললেন, 'রাস্তাটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই পড়ে গেলাম।' বললাম,

– কোথাও লাগেনি তো?

– না, না।

তাঁর সহজ উত্তর। সঙ্গে আবার সেই সরল হাসি। এবার তিনি জানতে চাইলেন,

– আপনারা বেড়াতে এসেছেন না কি?

– এই আর কি।

– তবে আমাদের গ্রামটা একবার ঘুরে যান। তাঁর সহজ আকুতি।

– গ্রামে তো যাব, কিন্তু আপনাদের গ্রামের নাম কী?

– দক্ষিণ শিয়ালা।

চেক চেক বারমুডা পরা লোকটা হাত তুলে দেখালেন,

– এদিকটা উত্তর শিয়ালা, আর আমরা থাকি দক্ষিণ শিয়ালায়। ওটা ওইদিকে।

– আপনাদের গ্রামে কী কী দেখার আছে?

– অনেক কিছু আছে। চলুন না, ভালো লাগবে।

**যাওয়া আসার পথে পথে**

এইভাবে যিনি কথা বলছিলেন, তাঁর নাম কানন দাস। তিনি বললেন, 'আমরা রুইদাস।'

– কী করেন আপনারা?

– চাষে মজুর খাটি। গ্রামের অনেকে ঢাক বাজায়। আমরা আসলে মুচি।

– সারা বছর মজুর খেটে চলে যায়?

– খানিকটা চাষ করি। উত্তরটা যেন শেষ হয় না।

খানিকক্ষণ বাদে বছর পঁচিশের কানন স্বগতোক্তি করেন, 'এই চলে যায়।' এই চালানোটা যেন তাঁর কাছে তেমন কঠিন কোনও বিষয় নয়। অন্তত এ ব্যাপারে তাঁর কোনও আদিখ্যেতা নেই।

যেখানে দাঁড়িয়ে এত কথা হচ্ছে, শান্তিনিকেতন থেকে সাত কিমি দূরে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত সেই কোপাই নদীর ওপর একটি ছোট সাঁকো। বাঁশের সাঁকোটা বেশ নড়বড়ে। সাঁকোর মাঝখানে গেলে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। বেশ দুলতে থাকে। জানতে চাইলাম, এটা কি পঞ্চায়েত থেকে বানিয়ে দিয়েছে?

– না, না, আমরা চাঁদা তুলে করেছি। এটাতে তো আমরাই যাতায়াত করি, পঞ্চায়েত করবে কেন?

– প্রতি বছর তৈরি করেন এইভাবে?

– হ্যাঁ। সববারে তো বাণে টেনে নিয়ে চলে যায়। তবে, এবার আর টাকা তুলতে লাগবে না। গেলবারে তোলা টাকা এবার জমানো আছে।

কোপাই স্ফীতকায়া হলেও, এখন বৈশাখে বেশ ক্ষীণকায়া স্রোতহীন। গ্রামের কিনার ঘেঁষে চলে গিয়েছে। নদীর পাড় ধরে কত লোক যাওয়া আসা করছেন। কেউ সাইকেলে, কেউবা হেঁটে। নদীর কিনারে ছোট ছোট গাছ জলের দিকে ঝুঁকে আছে। যেন, নদীর সঙ্গে গল্প করছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু সৃষ্টি এই কোপাই ঘিরে।

একটা জায়গায় নদীর বাঁধ সরু হয়েছে। বললাম,

– এখানে এইভাবে কী করে হল?

– আমাদের গ্রামে একটা খারাপ লোক আছে, ওর পুকুরের জল বার করার জন্য নদীর বাঁধটা কেটে দিয়েছিল। সেবার কাটা বাঁধের জলের তোড়ে অনেক মাটি চলে গেল। লোকটা খুব খারাপ, নিজেরটাই শুধু দেখল। নদীর বাঁধটা দেখল না।

– সাঁকোটা এত কাঁপছে, যে কোনও সময় বিপদ হবে তো। এই কথা বলে, কাননের নজরে আনার চেষ্টা করি।

– ভালো ছিল। কাল এই সাঁকোর ওপর দিয়ে একটা বড় মিছিল করে ধর্মরাজের মূর্তি নিয়ে গেল আমাদের গ্রাম থেকে। ঢাক বাজিয়েই গেল সবাই, তাই এতটা কমজোরি হয়ে গেল। এখন এখানে ধর্মরাজের গাজন শুরু হয়েছে।

কথা বলতে বলতেই আমরা সাঁকোতে উঠলাম। সাঁকোতে আমার সামনে সাহিত্যিক ড. শচীন্দ্রনাথ বড় পণ্ডা। বয়স্ক মানুষের শরীরটা কেঁপে উঠল। মাঝ–সাঁকোয় তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। কানন আমাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। হাত ধরলেন শচীনবাবুর। কানন এগোতে এগোতে বললেন, 'দুপুরে স্নান করার সময় বাঁশগুলো ঠিক করে দেব।'

কোথাও যেন একটা আত্মীয়তাবোধ। যেন, নিজের মানুষদের কষ্ট দূর করার আকুতি। সাঁকো পার করার পরও মানুষটা এগোতে থাকলেন। বললাম, বাড়িতে আপনার কাজ নেই এখন? আছে। আপনাদের সঙ্গে একটা কথা ছিল। বললাম, বলুন। 'পরেরবার গ্রামে এলে আমার বাড়িতে আসবেন কিন্তু।' দূরে গোয়ালপাড়ার দিক থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসে। সেটা শুনতে শুনতে আলপথে এগোচ্ছি। ঢাকের আওয়াজটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মেঠো পথে এক মহিলা আসছিলেন। তাঁর হাতে অনেকগুলো ডিমের ট্রে। আমাদের দলের সাত বছরের সোহম জিজ্ঞেস করে, 'এখন ঢাক কেন বাজছে?' সেই মহিলা বললেন, 'শিয়ালা–গোয়ালপাড়ায় ধর্মরাজের গাজন শুরু হয়েছে।'

## মাঙ্গলিকী

# পশ্চিম পুটিয়ারি সাহিত্য সংগঠনের মাসিক সভা

সম্প্রতি একটি সভায় কবি, লেখক, শিল্পীদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০। সভায় সকলকে স্বাগত জানালেন সভার আহ্বায়ক সুকুমার মণ্ডল। সঞ্চালনায় এলেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। আরতি দে'র আধুনিক গান পরিবেশনের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। পরে সুরেশচন্দ্র বৈদ্য ভাটিয়ালি সুরে শুনিয়েছেন স্বরচিত গান। এদিন প্রয়াত নবারুণ ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তাঁকে ও তাঁর লেখা নিয়ে এদিন সভায় বহু সমৃদ্ধ আলোচনা হয়। এই সব আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করলেন তাঁরা হলেন উদয় চক্রবর্তী (নবারুণ ভট্টাচার্যকে নিয়ে লেখা, ইন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি তির্যক নিবন্ধ পাঠ সহ), প্রদীপ গুপ্ত, স্বয়ং সঞ্চালক প্রমুখ। রাজনীতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে লেনিনের কাজের সঙ্গে নবারুণের কাজ, প্রসঙ্গান্তরে এম.এন রায়ের কাজের এক উজ্জ্বল তুলনামূলক আলোচনা করলেন সঞ্চালক।

এদিনও দুর্দান্ত রম্য রচনা পাঠে আসর জমিয়েছেন দেবপ্রিয় দে ও সুকুমার মণ্ডল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'–এর দারুণ প্যারডি শোনান এদিন তারাশঙ্কর দত্ত। 'ইয়েস নো' নামের একটি মজাদার বৈঠকী জাদু দেখান এদিন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে 'মোবাইল' নামের ১টি টানটান গল্প শুনিয়ে আসরকে অন্য মাত্রা দিলেন প্রদীপ গুপ্ত। বিবিধ রসের মননশীল স্বরচিত কবিতা শোনান নিতাই মৃধা, শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যয় পাল, দেবাশিস মল্লিক (অসাধারণ তির্যক কবিতা), দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধান সাহা প্রমুখ। সমগ্র পাঠ, আলোচনা গান নিয়ে উজ্জ্বল এই সন্ধ্যাটিকে অতি ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁর সঞ্চালনার মাধ্যমেই এক উঁচু ত্রানে বেঁধে রাখলেন সঞ্চালক ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। আর নিজের পাঠ ছাড়াও সকলকে চা–জলযোগ সহ আতিথেয়তায় একটুও কম নজর ছিল না সভার আহ্বায়ক সুকুমার মন্ডলের। এদিন আসর বসে তিওয়ারি বিদ্যালয়ে।

## নাট্যোৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বাখরা হাট উত্তরণের উদ্যোগে গত ৪ ও ৫ এপ্রিল রাইকিশোরী দত্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল ২ দিনের নাট্যোৎসব ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। গান, আবৃত্তি ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় এলাকার ছেলে মেয়েরা অংশ গ্রহণ করে। প্রথম দিন তিনটি নাটক প্রদর্শিত হয়। তার মধ্যে বাখরাহাট উত্তরণের নিজস্ব প্রোডাকশন (রচনা ও নির্দেশনা শুভাশিস খামারু) সোনার

মেডেল দর্শক দ্বারা প্রভূত প্রশংসিত হয়। এছাড়াও বাওয়ালীর স্বপ্নদর্শীর 'স্বাধীনতার মানে' ও ইয়ংস্টার আকাদেমীর মহাবিদ্যা মঞ্চস্থ হয়। দ্বিতীয় দিনে মাখালিয়ার জাগরণী নাট্য সংস্থার হাসির নাটক 'স্বর্গ থেকে বিদায়' দর্শকরা খুব উপভোগ করে। দ্বিতীয় নাটক শুভাশিস খামারু রচিত ও নির্দেশিত 'ভিক্ষে বাহিনী' দর্শক কুলকে মুগ্ধ করে রাখে। এই নাটকের বিষয় ভাবনা ও উপস্থাপনার অভিনবত্বে সত্যই চমৎকৃত হতে হয়। ঠাকুরের কথা 'নাটকে লোক শিক্ষে হয় এটাকে শিরোধার্য করেই যেন শুভাশিস সমাজকে বার্তা দিতে চেয়েছেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে। সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের যে ভিক্ষারীপনা তাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। 'বিধাতার' ভূমিকায় কমল দাসের অভিনয় সকলের মনে বিশেষ দাগ কাটে।

এলাকায় সুস্থ সাংস্কৃতির চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে উত্তরণের প্রথম বর্ষের প্রয়াস সার্থক হয়েছে। তাঁর এই সার্থকতার পিছনে যাদের অবদান স্মরণযোগ্য তারা হল সুমন পাল, বিশ্বজিত পাল, মৌমিতা দাস, পল্লবী সিংহ, সুমিতা মন্ডল, শৈবাল চক্রবর্তী। সাজ অব ডিভিনিটির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আবহে অনুষ্ঠান সমাপ্তির রেশ সকলের মনে গেঁথে যায় মনে হয় শেষ হয়েও হয় নাই শেষ।

# সবুজদলের সেবা ব্রতের অভিযান

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বজবজ ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনস্থ ডোঙ্গাড়িয়া রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রায়পুর উত্তরপাড়া একটা নেহাতই গ্রাম। আর পাঁচটা গ্রামের সঙ্গে তার বাহ্য প্রকৃতিতে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু গত ৫ এপ্রিল এই গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত সবুজদলের সদস্য বৃন্দের অন্তর প্রকৃতিতে ধরা মানব সেবার পূন্য ব্রতের বহিঃপ্রকাশের পরিপূর্ণ ছবি পরিস্ফুট হল। গ্রামের সংকীর্ণ ভাঙাচোরা ঢালাই রাস্তায় অটোছাড়া অন্য কোনও গাড়ি চলাচলের অসুবিধাকে হাসি মুখে মেনে নিয়ে সংঘের নিজস্ব মাঠের মঞ্চে হাজির হলেন সমিতির সভাপতি স্বপন রায়–নোদাখালি থানার আইসি জেলার স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তরুণ রায়, কলকাতা লায়ন্স বিমল পোদ্দার আই হাসপাতালের চেয়ারম্যান বিকে জৈইন, প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার হাবিবুর রহমান, পরিচালক মিলন ভৌমিক প্রমুখ। সংঘের মানব সেবা শাখার সভাপতি অনুপ পালের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল সবুজদলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য কৃত্রিম অঙ্গ প্রতঙ্গ (হাত ও পা) প্রদান ও বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অপারেশন ক্যাম্প। সেবার মন্ত্রে যেন হঠাৎ উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে গোটা গ্রাম। আর এই কাজের যারা মূল হোতা বিমল পোদ্দার আই হাসপাতালের ডাক্তারবাবু ও সেবা কর্মীদের প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন সাহায্য প্রাপ্তরা। অনুষ্ঠান উদ্যোক্তাদের আন্তরিক প্রশংসায় স্বাগত ভাষণ দেন আলিপুর বার্তার সাংবাদিক ও এই গ্রামের ঘরের ছেলে নির্মল গোস্বামী। সভাপতি স্বপন রায়, সমিতির স্থানীয় সদস্য তারাপদ জানা, স্থানীয় সমাজসেবী অজিত আদক ও ডাঃ রণজিত মাইতি। অনুষ্ঠানের উজ্জল্য বাড়িয়েছে মূক ও বধির তরুণী যিনি এথেন্স স্পেশাল অলিম্পিক সাঁতারে ভারতকে সোনা এনে দিয়েছে ফারজিনা খাতুন। সংঘের সভাপতি প্রশান্ত পালের আন্তরিক আপ্যায়নে সকলেই মুগ্ধ চিত্ত জাতির নিখুঁত মঞ্চ পরিচালনায় সম্পূর্ণতা পায় অনুষ্ঠানটি।

অভিব্যক্তি–১৫ : 'বেহালা ফাইন আর্টস সোসাইটি'র উপস্থাপনায় 'রঙীন চিত্রাঙ্গন ও ভাস্কর্যে'র এক প্রদর্শনী 'একাডেমী অফ ফাইন আর্টসে' (নর্থ গ্যালারি) হয়ে গেলো গত ৭–১২ এপ্রিল। অংশগ্রহণে অভিজিৎ গুহ, অমর দে, অপূর্ব মজুমদার, বিশ্বজিৎ পল, বিমল পোদ্দার, দেবাশিস ভট্টাচার্য, গৌতম চৌধুরি, নিলয় কান্তি বিশ্বাস, প্রেমাংশু মিত্র, সমীর কর্মকার, সঞ্জু মান্না এবং তপন ভট্টাচার্য।

# জাগলার কামালুদ্দিনকে লক্ষাধিক টাকা সাহায্য

**ইন্দ্রজিৎ আইচ**

ফুটবলের রাজা জাগলার কামালুদ্দিন। তাঁর স্বপ্ন ছিল আকাশছোঁয়া। গিনেস বুকে নাম তোলার লক্ষ্যে মাথায় প্রায় ২৪ ঘণ্টা বল নাচিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। কিন্তু তিনি রেকর্ড করতে ব্যর্থ হন। পেশিতে টান ধরে ও দুরারোগ্য স্নায়ুরোগে ভুগতে থাকেন মীর কামালুদ্দিন। এম আর বাঙুর হাসপাতালে বহুদিন ভর্তি ছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় হয়। আজও তিনি সুস্থ নন। ডাক্তাররা জানিয়ে দেন, বহু টাকা দরকার তাঁর চিকিৎসার জন্য।

এসব খবর বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর রাগরঞ্জনী এন্টারটেইনমেন্ট সম্প্রতি ফুটবলের রাজা জাগলার কামালুদ্দিনের চিকিৎসার সাহাযার্থে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মহানায়ক উত্তম কুমার ও রাজেশ খান্নার জনপ্রিয় ছবির গান শোনায় মুম্বইয়ের সাইদ খান, মনোময় ভট্টাচার্য, অরিত্র দাশগুপ্ত, পিয়া আচার্য, অমিত গাঙ্গুলী, জি বাংলার সারেগামা পার শিল্পীরা, কামালুদ্দিনের হাতে লক্ষাধিক টাকা তুলে দেন রাগরঞ্জনীর কর্ণধার তপন বসু, ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত, গৌতম সরকার রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ও অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। সঞ্চালনায় ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

## রক্তদান শিবির

**মলয় সুর, হুগলি :** ভদ্রেশ্বর স্টেশন বাজারের নিকট সূর্য্য সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবির উদ্বোধন করেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার সিপিএমের চেয়ারম্যান দেবগোপাল চক্রবর্তী। রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে। এই শিবিরে পুরুষ ও মহিলা সহ ৫০ জন রক্তদান করেন। ভদ্রেশ্বর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের নবাগত তরুণ তুর্কী বাপাদিত্য বিশ্বাস ক্লাবের সদস্য এবারে প্রার্থী হয়েছেন। ওই দিন তিনি সারাদিন রক্তদান শিবিরে সাংগঠনিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সম্পাদক সুনীল আগরওয়াল, গোপাল চন্দ্র চৌধুরী। দুঃস্থদের বস্ত্র ও লুঙ্গি বিতরণ করা হয়। এছাড়া একটা বড় অংশের মানুষ বাস করে বস্তিতে। তাদের ছেলেমেয়েদের পুস্তক বিলি করা হয়।

# গ্রামীণ সাহিত্য সম্মেলনে চাঁদের হাট

**সৈকত ঘোষ:** গত ৬ই এপ্রিল ২০১৫ রবিবার কুলপি থানার অন্তর্গত সুলতানপুরে 'সুন্দরবন সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল 'দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলনী', সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রয়াত নিশিকান্ত মজুমদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ও শিশুসাহিত্যিক ড. বলাইচাঁদ হালদার কবি প্রণয়গিরি, কবি দূর্গাদাস মণ্ডল, পল্লী কবি ও স্বাধীনতা সংগ্রামী কিশোরী মোহন নস্কর, অধ্যাপক রামচন্দ্র ধারা, কবি উত্থান পদ বিজলি, কবি ও শিশু সাহিত্যিক অমলেন্দু বিকাশ দাস, প্রাবন্ধিক অমৃতলাল পাড়ুই সহ শতাধিক কবি সাহিত্যিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি ফণিভূষণ হালদার। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলনীর মুখপত্র 'পদধ্বনি' এবং কবিতা ছড়ার সংকলন 'মিশ্ররাগিনী' প্রকাশিত হয়। ড. বলাইচাঁদ হালদার প্রকাশ করেন ফণিভূষণ হালদার–এর কাব্যগ্রন্থ 'একত্রিতা'। কবি কিশোর মোহন নস্কর প্রকাশ করেন গৌরীশংকর চট্টোপাধ্যায়–এর কাব্যগ্রন্থ ''বিধুর সময়'' অধ্যাপক রামচন্দ্র ধারা প্রকাশ করেন বনদেব মিত্রর উপন্যাস ''মধুপাশ''।

এবছর প্রান্তিক অঞ্চলে সাহিত্যকৃতির জন্য কবি অনন্ত ভট্টাচার্য, শশাঙ্ক শেখর মাইতি, সুধারানী মৃধা, শ্রী আতঙ্ক, সুনির্মল দাস এই ছ'জনকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হল। মধ্যাহ্ন ভোজের পর উপস্থিত সমস্ত 'কবি সাহিত্যিক' 'চড়ুইভাতি'র মেজাজে মেতে ওঠেন গানে কবিতায় ছড়ায় গল্পে আড্ডায়।

ওঁ

# চিন্ময় আনন্দ রসের উৎসের সন্ধান

**আমরা সবাই আনন্দ চাই, কেউ দুঃখ চাই না। এক আনন্দ জড় জগৎ থেকে পাওয়া যায় যাকে জড় বা পার্থিব আনন্দ বলে। সে আনন্দ অস্থায়ী এবং ক্ষণিক। আর এক আনন্দ আছে যাকে বলে চিন্ময় আনন্দ। যা আহরণ করলে আমরা স্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ লাভ করতে পারি। সেই চিন্ময় আনন্দ কী ভাবে লাভ করবেন তার আলোচনা করছেন——ডাঃ সুবোধ চৌধুরী**

জগতের সবকিছুর একটা উৎস, স্রষ্ঠা আছে ও নিয়ন্তা আছে। আমাদের জড় দেহকে জড় আনন্দময় করে পঞ্চ ইন্দ্রিয়–চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক। আবার এই ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে মন। মনই হল ইন্দ্রিয়গুলির রাজা। আবার এই মনকে নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধি। মন প্রতিনিয়ত চঞ্চল। তাই জড় আনন্দ ক্ষণিক অস্থায়ী। মন সবসময় এদিক ওদিক ধায়। বুদ্ধি তাকে স্থির করার চেষ্টা করে আবার এই বুদ্ধির উপরে আছে আত্মা। আত্মা হল ঈশ্বরের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ। ঈশ্বরের যত গুণাবলি সবই আত্মার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। কয়েকটি উদাহরণ দিলে এটি বোঝা যায়। যেমন, সোনার ক্ষণিতে সোনা থাকে, সেই সোনা আর সোনার গহনাতে যে সোনার টুকরো থাকে তার গুণগত কোনও পার্থক্য নেই। কেবল পরিমাণগত পার্থক্য থাকে।

নদীর বিশাল জলরাশিতে জলের যেসকল গুণ থাকে, এক বিন্দু জলেও সেই ধর্ম থাকে কেবল পরিমাণগত পার্থক্য। প্রাণের প্রকাশ আত্মা। সেটি ভগবানের অংশ। তাই ভগবানের যতই গুণ আছে আত্মাও তত গুণে ভূষিত। কেবল পরিমাণগত ভেদ। ভগবানের গুণ যে আত্মার মধ্যে আছে সেটা কেমনভাবে বুঝতে পারব? উদাহরণ দিলে সেটা বুঝতে পারবে। ভগবানের যে গুণগুলি আছে আমাদের শরীরে যে আত্মা আছে সেই গুণগুলি সে পেতে চায়। যেমন ভগবান নিত্য অমর। তাই আমরাও মরতে চাই না আমরা অমর হতে চাই। ভগবান অসীম ঐশ্যর্যশালী তাই আমরাও ঐশ্যর্যশালী হতে চাই। তিনি আনন্দময় তাই আমরা সদা আনন্দে থাকতে চাই। এভাবে দেখব ভগবানের যত গুণ আছে আমরা সেগুলি পেতে চাই।

পিতা যদি গুণবান হয় আমরা পিতার মতো হতে চাই। আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র তাই আমরা তাঁর মতো হতে চাই। এখন প্রশ্ন হল, এই ঈশ্বর কে? ঈশ্বরকে আমরা তৈরি করতে পারি না। তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। আপনি তাঁকে মানেন আর না মানেন। বৈদিক শাস্ত্র বলছে তমীশ্বরানাং পরম মহেশ্বরং। আমাদের দেবদেবীগণ ঈশ্বরের সন্তান। ব্রহ্মা, শিব, কালী, দুর্গা এরা দেবদেবী এরা কেউ ঈশ্বর নয়। বা তার সমানও নয়। মানুষ তো দূরঅস্ত। মানুষের ভগবান হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যদিও ইদানীং কালে বেশ কিছু মানুষ তাদের গুরুকে ভগবানের আসনে বসিয়ে পুজো করছি, এটা ব্যাভিচারিতা। কারণ ভগবানের আসন নির্দিষ্ট, তিনি এক ও অদ্বিতীয়–একমেবম অদ্বিতীয়ম।

পথে–ঘাটে সবাই ভগবান শব্দটা ব্যবহার করেন নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ভগবান শব্দের অর্থ বেশিরভাগ মানুষের কাছে পরিষ্কার নয়। এই জগতে যা রূপ আছে তাকে বলি রূপবান। যার প্রচুর শক্তি আছে তাকে বলি শক্তিবান বা বলবান। যার প্রচুর টাকা পয়সা আছে তাকে বলি

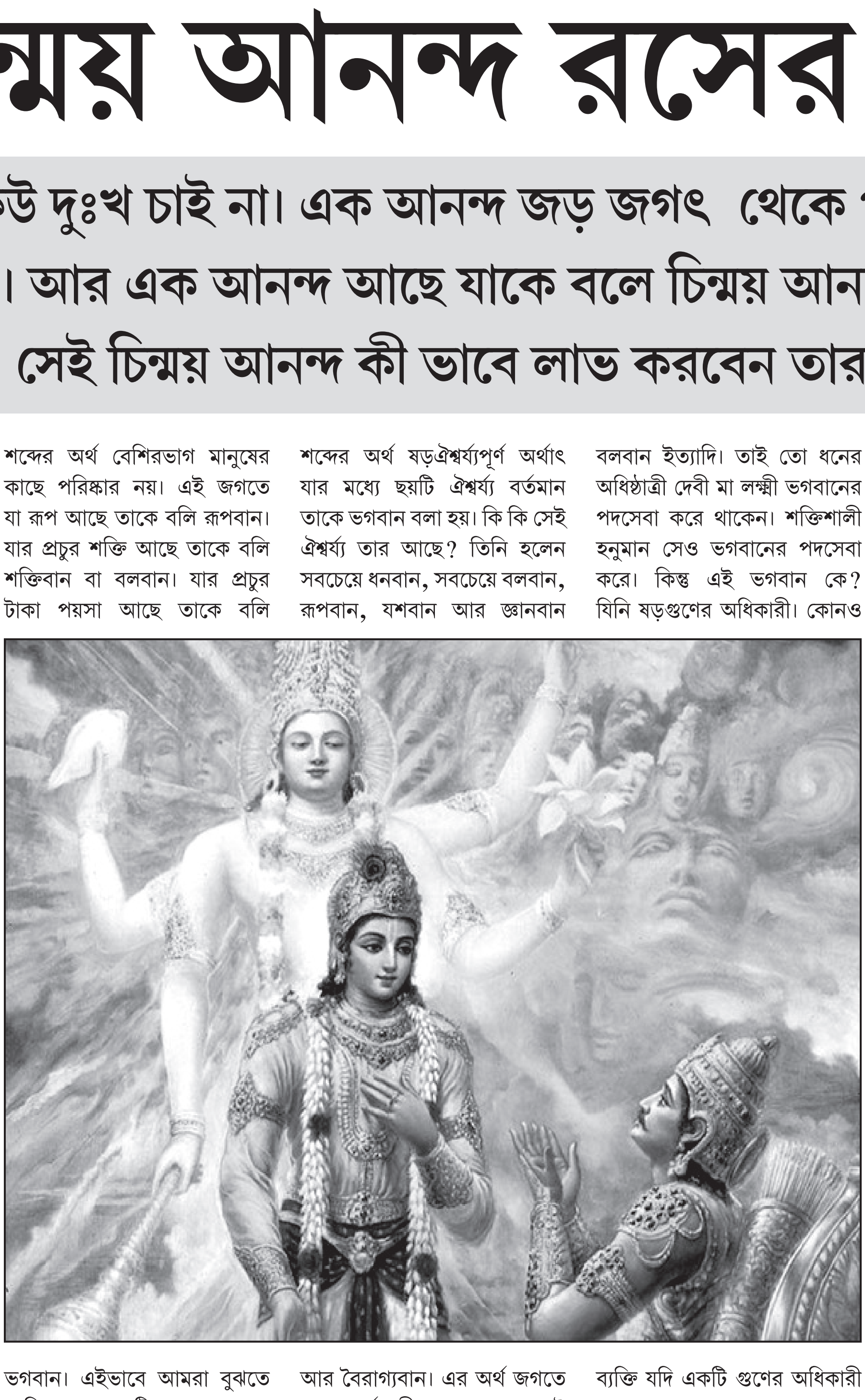

ভগবান। এইভাবে আমরা বুঝতে পারি বান শব্দটি কোনও এক গুণের বা ঐশ্বর্য্যকে বোঝায়। সংস্কৃত শব্দের অর্থ ছয়, বা ষড়। ভগবান শব্দের অর্থ ষড়ঐশ্বর্য্যপূর্ণ অর্থাৎ যার মধ্যে ছয়টি ঐশ্বর্য্য বর্তমান তাকে ভগবান বলা হয়। কি কি সেই ঐশ্বর্য্য তার আছে? তিনি হলেন সবচেয়ে ধনবান, সবচেয়ে বলবান, রূপবান, যশবান আর জ্ঞানবান আর বৈরাগ্যবান। এর অর্থ জগতে যত অর্থশালী আছে ভগবানই সবচেয়ে বড়লোক। তারই দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। তিনিই সবচেয়ে বলবান ইত্যাদি। তাই তো ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা লক্ষ্মী ভগবানের পদসেবা করে থাকেন। শক্তিশালী হনুমান সেও ভগবানের পদসেবা করে। কিন্তু এই ভগবান কে? যিনি ষড়গুণের অধিকারী। কোনও ব্যক্তি যদি একটি গুণের অধিকারী হয় সে মহতের মহত হয়ে জগতে পুজিত হয়। আর যিনি সমস্ত গুণের অধিকারী তাকে আমরা চিনতে পারি না, বুঝতেও পারি না।

ব্রহ্মাজী যিনি এই জগতের সৃষ্টি কর্তা তিনি কি বলছেন দেখুন। ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।

অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারনকারনম।

ঈশ্বর মানে পরম ও চরম নিয়ন্তা। তিনি কে? তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তার দেহ কেমন? সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। সৎ–মানে কি– তিনি নিত্য তার ক্ষয় নাই। চিৎ– মানে চেতনা, তার প্রাণ আছে জীবন আছে। আনন্দ– তিনি সমস্ত আনন্দের উৎস। আনন্দ চিন্ময় রস। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম।

কৃষ্ণই হলেন ভগবান আর কোনও দেবদেবী ভগবান নয়। এখন কৃষ্ণ শব্দের অর্থ জানতে হবে। কৃষ্ণ–কৃ শব্দের অর্থ কর্ষণ বা আকর্ষণ করা। ন– শব্দের অর্থ হল আনন্দ। যিনি সমস্ত জীব ও দেবতাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য আকর্ষণ করে কাছে টানতে পারেন তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই ভগবান।

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম। তিনি একমেবা অদ্বিতীয়ম–তিনিই সর্ব কারণ কারণম। জমিতে ভালো ফসল ফলাতে হলে জমিকে ভালো করে কর্ষণ করতে হয়। কর্ষণ না করে জমিতে বীজ ছড়ালে গাছ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। ঠিক তেমনই আমাদের হৃদয়ের মাঝে আনন্দের ক্ষণি আছে। আনন্দের চাষ করার জন্য তাকে কর্ষণ করতে হবে। সেই আনন্দরূপ জমির ওপরে কামনা–বাসনার নোংরা স্তর পড়ে আছে। আয়নার ওপরে ময়লা পড়লে আপনার মুখ দেখতে পারবেন না। জমির ওপরে অনুপোযুক্ত পদার্থ পড়ে থাকলে জমি চাষ হয় না। কামনা–বাসনার ময়লা মনের ওপর স্তর ফেলে দিচ্ছে। আপনি যতই চেষ্টা করুন আনন্দে থাকবেন কিন্তু পারবেন না। ক্ষণিক আনন্দ তারপর দুঃখ। সেই জন্য মনের জমিকে কর্ষণ করতে হবে। তাকে কর্ষণ করতে লাঙল দিয়ে হবে না। তার অস্ত্র হল হরিনাম সংকীর্তন। যা আপনার চেতনার দর্পণ পরিষ্কার করবে। তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলছেন, চেতোদর্পন মার্জিনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপনম। হরিনাম সংকীর্তন চিত্তরূপ দর্পনের নোংরা পরিষ্কার করে। হৃদয়ের মধ্যে যে কামাগ্নী প্রজ্জ্বলিত তা নিভিয়ে দেয়। আপনি পূর্ণ আনন্দের অমৃত রস পান করতে হলে কৃষ্ণ নামে হৃদয়ের জমি কর্ষণ করতে হবে। তা হলে আপনি আনন্দ রসের উৎসে পৌঁছতে পারবেন। যেমন ব্রহ্মাজী যুগ থেকে যুগান্তরে আনন্দ রসে নিমজ্জিত থাকেন তার নাম ও গান করে। আমাদের হৃদয়ে যে আনন্দের ক্ষেত আছে যে জমি আছে তাকে কর্ষণ করতে হবে। কৃষ্ণ নামের লাঙল দিয়ে তাকে কর্ষণ করতে হবে। তখন সত্য সত্য আমরা চিন্ময় আনন্দ লাভ করব।

আমাদের চোখ আছে, চোখের কোনও রোগ নেই ব্যাধি নেই কিন্তু আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই না। দেখার জন্য আলো দরকার। আলো না থাকলে চোখের কোনও মূল্য নেই। আপনি অন্ধ। তেমনি হৃদয়ে আনন্দ আছে, কৃষ্ণ নামের লাঙল দিয়ে চষতে হবে কৃষ্ণ নামের আলো জ্বালাতে হবে তখনই আপনি চিন্ময় আনন্দ লাভ করবে। এটা জড় আনন্দ নয়। জড় আনন্দ এই আছে এই নেই। কিন্তু চিন্ময় আনন্দ মানে স্থায়ী আনন্দ। এটা ক্ষণিকের তৃপ্তি নয়। স্থায়ী তৃপ্তি। কৃষ্ণ নামের কীর্তনে আমাদের হৃদয়ের ময়লা দূর হবে। পূর্ণ চন্দ্রের মতো মন পরিষ্কার হবে।

প্রতি পদে, প্রতি ক্ষণে আপনি পূর্ণ আনন্দের অমৃত আস্বাদন করবেন। আর কোনও ভাবে পূর্ণ আনন্দের অমৃত রস পান করা সম্ভব নয়। এই আনন্দ দেহে আনে স্পন্দন। মনে আনে তৃপ্তি। চোখে আনে আনন্দের ধারা। শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন ছাড়া এই চিন্ময় আনন্দ লাভ সম্ভব নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আনন্দ গ্রহণ করার জন্য জীবকে বলছেন–কীর্তনীয় সদাহরি। সদা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করুন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন– সততং কীর্তয়ন্ত মাং –সর্বক্ষণ আমার নাম কীর্তন করুন। আর আনন্দ আহরন করুন। সংকীর্তনের মাধ্যমে আনন্দ, চিন্ময়রস গ্রহণ করুন।

## জয় দিয়ে শুরু নাইটদের

# রাতের আকাশে উজ্জ্বল সূর্য

**কমল নস্কর**

নাচ–গান, চিয়ার গার্ল, ছক্কা–চৌকার ফুলঝুড়ি আর রুপোলী জগতের তারাদের মাঠে নেমে আসা। সব মিলিয়ে ফের জমাট বাঁধতে চলেছে আইপিএল ক্রিকেটের মহোৎসব। নয়–নয় করে অষ্টম বছরে পা দিল এবারের আইপিএল। যার উদ্বোধনী ম্যাচেই কিনা সাড়ে ষোলো আনা আনন্দ ওসুল করে জয় তুলে নিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। ফের গৌতম গম্ভীরদের দাপটে হার মানতে হল রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন মুম্বই ইন্ডিয়ন্সকে। মুম্বইয়ের হারে বড় ভূমিকা নিলেন একদা মুম্বইকর সূর্যকুমার যাদব। গতবারের আইপিএলেই প্রমাণ করেছিলেন তার মধ্যে রসদ আছে। কিন্তু সেটা রোজের বাজারের নয়, পুরো মাসকাবারির তা এদিন তুলে ধরলেন স্বমহিমায়। তাই রাতের মায়াবী আলোতেও সূর্যের উত্তাপে তপ্ত হল মুম্বই। শচীন–পন্টিংয়ের যুগলবন্দিকে যে এভাবে হারাতে পারা যাবে তা বোধহয় ভাবেননি কেউই। বিশেষ করে প্রথম ব্যাট করে ১৬৮ রান তোলার পর অনেকটাই নিশ্চিন্ত ভাব এসে গিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ন্সের মধ্যে। এটাই কাল হয়ে দাঁড়াল হরভজনদের দলের। যার ফলে গত তিনবারের মধ্যে দুবার আইপিএল ঘরে তোলা নাইটরা ফের সাড়া জাগানো শুরু করলেন একেবারে প্রথম ম্যাচেই। মুম্বইয়ের রানটা অনেক বেশি দেখালেও আজকের টি–টোয়েন্টি জমানায় তা খুব একটা আহামরিও নয়। দরকার ছিল ভালো বোলিংয়ের। যেটা আগাগোড়া ভ্যানিশ থেকে গেল রোহিতের দলের মধ্যে।

অথচ এই বোলিংয়েই যোগ্য এক নেতাকে নাইটরা পেয়ে গেল প্রথম দিনেই। 'মর্নিং শোজ দ্য ডে' আপ্তবাক্য মারাত্মক খেটে গেল দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার মর্নি মর্কেলের অনবদ্য শুরুয়াতে। পাশে অবশ্য বেশ ফিকে লাগছিল নাইট বোলিংয়ের অপর স্তম্ভ উমেশ যাদবকে। যেভাবে তাকে মুম্বই অধিনায়ক রোহিত শর্মা পেটালেন তাতে মনে হচ্ছিল বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে বুঝি স্টিভেন স্মিথের সামনে পড়েছেন উমেশ। অথচ এবারের বিশ্বকাপে ভারতীয় বোলিংয়ে সামি–উমেশ জুটি যথেষ্ট ভালো প্রদর্শন করেছেন। সেমিফাইনালের অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ বাদ দিলে গোটা টুর্নামেন্টে অপ্রতিরোধ্য ছিলেন এরা। সেই উমেশকেই এদিন বড্ড ম্লান মনে হচ্ছিল। আশা করা যায় এই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীতে নিজের সেরাটা নিংড়ে দেবেন তিনি। যত দ্রুত ফর্মে ফিরবেন তিনি ততটাই মঙ্গল গৌতম গম্ভীর তথা গোটা নাইট রাইডার্স দলের। কিছু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের বক্তব্য অস্ট্রেলিয় উপমহাদেশে দীর্ঘদিন কাটিয়ে আসার পর উমেশের দেশের পিচে মানিয়ে নিতে প্রাথমিকভাবে কিছু সমস্যা হচ্ছে। ওখানে যেরকম বলে বলে বাউন্সার দেওয়া যেত সেটা এখানে একেবারে বেমানান।

এক যাদবের ব্যর্থতা অবশ্য অনেকটাই ঢেকে যায় অপর এক যাদব তনয় সূর্যকুমারের ব্যাটিং তাণ্ডবে। সূর্যের ব্যাটিং বিক্রম দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল এবারের বিশ্বকাপ দলে যদি জায়গা পেত সে তা হলে কি হত? এবার না হলেও দ্রুত দেশের জার্সি গায়ে চাপানোই সূর্যের এখন প্রথম চ্যালেঞ্জ। সূর্যের পাশাপাশি প্রথম ম্যাচেই নাইটদের মুখ উজ্জ্বল করলেন অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর। গতবার দল চ্যাম্পিয়ন হলেও গৌতমের ব্যাট ছিল নিষ্প্রভ। সেই গম্ভীরও ছিলেন স্বমেজাজে। যোগ্য সহায়তা করলেন গতবারের ফাইনালের হিরো মনীশ পাণ্ডে। শেষের দিকে নেমে ছক্কা হাঁকালেন ইউসুফ পাঠানও। ম্যাচের শেষে আবারও দেখা গেল শাহরুখ কিং খানের সেই ছেলেমানুষীতে ভরপুর বিনোদন। মধ্য রাতেও যাকে একবার দেখার জন্য মাঠে সরগরম জনতা। অর্থাৎ শুরুতেই বাজিমাৎ করল আইপিএল। শাহরুখ যে কতটা খুশি এই ম্যাচ জিতে তা ফুটে উঠল তাঁর বক্তব্যেই। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন এই দলের মালিক তিনি বা জুহি চাওলা নন। আসল মালিক অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরই। টিম প্রোপ্রাইটার যেখানে এ ধরনের মতাবলম্বী সেখানে পুরো দল যে উজ্জীবিত হবে তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের বেশ কয়েকজনকে এদিন দেখা গেল দুটি টিমেই। এবারের বিশ্বকাপে যারা ছিলেন ব্রাত্য তারাই যেন একরকম অন্য গ্রহ থেকে নেমে এলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটীয় বৃত্তে। এই যেমন গৌতম গম্ভীর প্রমাণ করলেন চার বছর আগে বিশ্বকাপ খেললে কি হবে এখনও বিশ্বকাপের গন্ধে ম–ম করা মালিঙ্গাকে তিনি ভালোই সামলাতে পারেন। বিপক্ষ শিবিরের হরভজন সিং বল হাতে সফল না হলেও বেশ বোঝালেন ক্রিকেটীয় মহলে এখনও সাবলীল তিনি। অথচ এদের প্রায় খরচের খাতায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ম্যাচে না থাকায় মিডিয়া কভারেজও শূন্যতে ঠেকেছিল। তাও আসল সময় জ্বলে ওঠায় এরাও যে বর্তমান তারকাদের চেয়ে কম যান না তার সুবদ রেখে গেলেন বেশ ভালোভাবেই।

গৌতম গম্ভীর এবারের বিশ্বকাপ দলে না থাকলেও ফের দুনিয়ার ক্রিকেট মানচিত্রে ফিরে এসেছেন আইপিএলের মাধ্যমে। আশা করা যায় আগামী ২০১৯–এর বিশ্বকাপে ভারতের প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তুলবে আজকের সূর্যকুমার যাদবরা। এই আশা তামাম ভারতীয় সমর্থকদের।

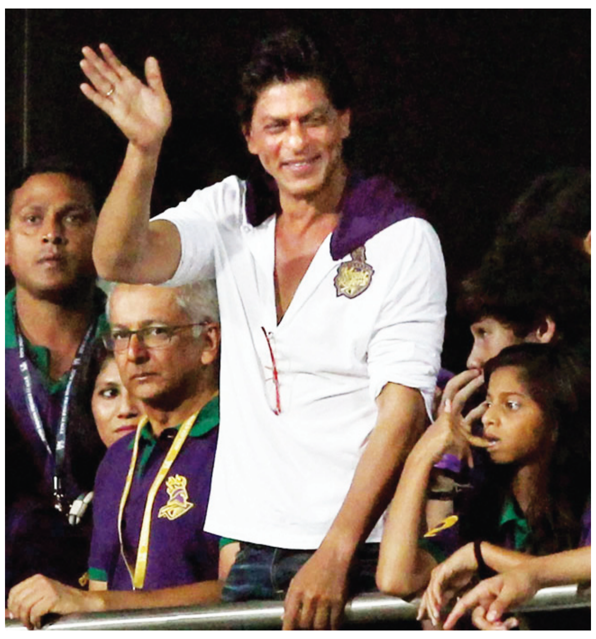

খেলায় একটি দল জিতবে, অন্যরা হারবে এটা তো খুব সাধারণ একটি চিত্র। কিন্তু এদিনের ইডেন সাক্ষী থাকল একটু অন্য ক্রিকেটেরও। বস্তুত ২০১১–র

## ঐতিহ্যবাহী ইউ কে মন্ডল শিল্ড জিতল ময়ূরভবন

**কুণাল মালিক :** দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাওয়ালী মন্ডল জমিদারদের ঐতিহ্যবাহী ইউ কে মন্ডল শিল্ড জিতে নিল ময়ূরভবন। রানার্স হল পূজালী এসি। গত ৫ এপ্রিল বাওয়ালী ফুটবল ক্লাবের পরিচালনায় এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১–০ গোলে ময়ূরভবন জয়ী হয়। ১৯৩১ সালে এই শিল্ডের প্রবর্তন হয়। সোনা ও রূপো দিয়ে তৈরি অদ্ভুত কারুকার্য শোভিত এই শিল্ড। এই শিল্ডে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান ক্লাব পূর্বে অংশ গ্রহণ করেছে।

শ্রেষ্ঠ ফুটবলার শৈলেন মান্না এই শিল্ডের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলার জনস্বার্থ কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সভাপতি স্বপন রায়, নোয়াখালী থানার আই সি শান্তিনাথ পাঁজা এবং ইউ কে মন্ডল শিল্ডের অন্যতম কর্তা বাওয়ালী মন্ডল জমিদারদের উত্তরসূরী অরুণ মন্ডল। বাওয়ালী ফুটবল ক্লাবের সম্পাদক রাধামোহন দাস বলেন, আগামী বছর আরও বৃহত্তর ভাবে এই টুর্নামেন্ট হবে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

## রাজ্য খোখো–তে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হুগলি

**মলয় সুর :** ৩৮তম অনুর্দ্ধ ১৮ রাজ্য জুনিয়র নক আউট খোখো চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা ৪ ও ৫ এপ্রিল ভদ্রেশ্বরে অনুষ্ঠিত হল। ব্যবস্থাপনায় ছিল ভদ্রেশ্বর কাঁটাডাঙা নেতাজি পল্লী উন্নয়ন সমিতি। এতে ছেলে ও মেয়েদের মোট ১৮টি দল অংশগ্রহণ করে। খেলাগুলি দিবারাত্রি রবীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যানিকেতন স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বাজেট ধার্য ছিল ৩ লাখ টাকা। এই রাজ্য খোখো চ্যাম্পিয়নশিপ এখানে করার মূল দাবিদার ছিলেন অর্গানাইজিং সেনেটারি ও বিখ্যাত কোচ কল্যাণ চ্যাটার্জীর। তিনি বহুদিন ধরে এই খোখো খেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁরই প্রসূত পরিকল্পনায় স্থানীয় বাসিন্দারা খেলাগুলি দেখে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন। খেলার শুভ ।সূচনা করেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্যামল সেন। এছাড়া ছিলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেবগোপাল চক্রবর্তী, রাজ্য সভাপতি কমলেশ চ্যাটার্জী, হুগলির রাজ্য সভাপতি বিমল পালিত। ফাইনালে ছেলেদের শিলিগুড়ি ২২–১৯ পয়েন্টে নদিয়াকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। অন্যদিকে হুগলির মেয়েরা অনায়াসে ৭–৩ পয়েন্টে শিলিগুড়িকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করে। এদিন হুগলির মেয়েদের মধ্যে সেরা খেলোয়াড় হয় বর্ণালী শিহী। টুর্নামেন্টে সেরা হন সুস্মিতা দাস। শিলিগুড়ির ছেলেদের মধ্যে ম্যান অব দি সিরিজ হয় অনুকূল সরকার ও টুর্নামেন্টের সেরা হয় রবি সরকার।

## বিবিআইটি কলেজে বাৎসরিক ক্রীড়া

**দীপক ঘোষ :** ৩ এপ্রিল বজবজের বি বি আই টি কলেজের নিজস্ব ময়দানে তিনদিন ব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়। কলেজ ছাত্রছাত্রীদের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিধায়ক অশোক দেব। রাজ্যের ২০টির বেশি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ক্যারাম, দাবা, নৃত্য, গান সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব। চেয়ারম্যান শ্রীমতী দুলু দে, সভাপতি বজবজ ১ এর নিত্যানন্দ বর্মন, আমিরুল ইসলাম, বাবলু হালদার, রামদিন গুপ্তা, কলেজের কর্ণধার জগন্নাথ গুপ্তা, কে কে গুপ্তা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সহ শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীরা, তিন দিনের শেষ অনুষ্ঠানে বাংলা ব্যান্ডের মন মাতানো গান। চেয়ার ম্যান জগন্নাথ গুপ্তা বলেন এই বজবজে আমি বিবিআইটি কলেজ, বিবিআইটি পাবলিক স্কুল–এর মেডিকেল কলেজ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি বলে তিনি জানান, সমগ্র অনুষ্ঠান সুন্দর ভাবে সঞ্চালনায় ছিলেন মানস বাড়ুই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভ নববর্ষের গ্রিটিংস ও মিষ্টি মুখ করান হয়।

# মনের খেয়াল

## ধাঁধা

ট্রেনে বসে দুই বন্ধু কথা বলছে, কথাগুলো সবাই শুনতে পাচ্ছে।

প্রথম: তোর মেয়েদের বয়স যেন এখন কত?

দ্বিতীয়: ওদের বয়সের গুণফল আশি।

প্রথম: এমন হেঁয়ালি করে বললে কি আর বোঝা যায়?

দ্বিতীয়: ওদের বয়সের যোগফল তোর বড় ছেলের বয়সের সমান।

প্রথম: এতো দেখছি 'দাদাগিরি'–র মত ক্লু দিচ্ছিস, পরের ক্লুটা দে।

দ্বিতীয়: আমার বড় মেয়ে, অন্য দু'টো থেকে এক বছরের বড়।

প্রথম: ও এবার বুঝতে পেরেছি।

আপনিও তো সব শুনতে পাচ্ছিলেন, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন?

– জে এন রায়

**গত সংখ্যার উত্তর**

বিধাননগর

এসএমএস–এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে ১৭ এপ্রিল ২০১৫–এর মধ্যে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

## জেনে রেখো জেনে রেখো জেনে

**দেশভক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী**
**জন্ম : ১৬ এপ্রিল, ১৮৯৪**

বিপ্লবী জননেতা। কৈশোরে অনুশীলন দলে যোগ দেন। বৈপ্লবিক সর্ববিধ কাজে অগ্রণী হন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর দ্বীপান্তর হয়। মুক্তির পর আবার বৈপ্লবিক কাজে এগিয়ে আসেন। ফলে আবার কারাবাস। তারপর তিনি সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের পুরোধারূপে কাজ করেন। সুদীর্ঘ কারাবাসে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। পুনরায় আগস্ট আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন।

**দেশনায়ক মতিলাল রায়**
**মৃত্যু : ১০ এপ্রিল, ১৯৫৯**

জন্মবিপ্লবী ও প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখতেন। তিনি নাটকও রচনা করেছিলেন। এক সময় নবদ্বীপে যাত্রাদল গঠন করে তিনি বহু অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। 'সীতা হরণ', 'নিমাই সন্ন্যাস' ইত্যাদি গীতিনাট্য রচনা করেন। প্রবর্তক সংঘের সংগঠনের কাজে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। এক সময় তাঁর সংঘ বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল ছিল।

**যতীন্দ্রমোহন মিত্র (লোচনদা)**
**জন্ম : ১১ এপ্রিল, ১৮৯৫**

অল্প বয়সেই অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ছাত্রাবস্থায় বেআইনি 'যুগান্তর' (বিপ্লবীদের মুখপত্র) পুনর্মুদ্রিত করে তিনি ও লাডলীমোহন মিত্র প্রকাশ করতে থাকেন। রাসবিহারী বসু ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫ সারা ভারতব্যাপী যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। ১৯১৫ সালেই বাঘাযতীনের ভারত–জার্মান পরিকল্পনায় অংশ নেন। ১৯১৩ সালে বিপ্লবীরা 'স্বাধীন ভারতের' যে প্রতীক (Seal) তৈরি করেন তিনিই ছিলেন তার উদ্ভাবক। ১৯১৫ সালে শিবপুর বি ই কলেজ থেকে রডা কোম্পানির অবহৃত (১৯১৪) দুটি পিস্তলসহ ধরা পড়েন ও কারারুদ্ধ হন। মেদিনীপুর জেলে কারারুদ্ধ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটে (ভারতে জেল ইতিহাসে সর্বপ্রথম) শামিল হন। ১৯২০ সালে মুক্তি পেলেও আরও বহুবার অন্তরীণ অবস্থায় কাটাতে হয়। পরবর্তীকালে মহাজাতি সদনের প্রকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে ডিজাইন ও প্ল্যানিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

**সর্দার বলবন্ত সিং পরদেশি**
**মৃত্যু : ১৩ এপ্রিল, ১৯৬৮**

উর্দু, ফারসি, গুরুমুখি ও ইংরেজি চারটি ভাষা জানতেন। প্রথম জীবনে ব্রিটিশ সৈন্যদলে নাম লেখালেও পরবর্তীকালে সম্মান বজায় না থাকায় চাকরি ছেড়ে দেন। কলকাতায় একটি গুরুদ্বারের প্রধান আচার্যরূপে যোগ দিয়ে দেশবন্ধুর সাহচর্য লাভ করেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাবরণ করেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সহযোগী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। কংগ্রেসের বাণী প্রচারের জন্য 'সাঁঝিওয়াল' নামক একটি পাঞ্জাবি সাপ্তাহিক বার করলেন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের অসামান্য প্রভাব ছিল। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনিও ১৯২৯ সালে আলিপুর জেলে বন্দী হন ও মারাত্মকভাবে নির্যাতিত হন। এরপর থেকে বারবার তিনি পুলিশি অত্যাচারের মুখে পড়েন ও জীবনের একটা বড় অংশ প্রায় জেলেই কাটে। তাঁর নির্ভয়চিত্ত ও প্রচণ্ড সাহস তাঁকে চালিত করেছিল মুক্ত আন্দোলনের পথে।

ঐশিকী দাস, জি এস এস গার্লস, ইউ কে জি

তোমাদের যদি কোনও মজার গল্প জানা থাকে তবে এখনই তা পাঠিয়ে দাও মনের খেয়ালে। নাম ঠিকানা লিখতে ভুলোনা কিন্তু।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।